

‘আন্দোলন করুন, হিংসাত্মক আচরণ নয়’ চাকরিহারাদের অভিষেকের পরামর্শে পাল্টা শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘আন্দোলন হবে অহিংসার পথে, গণতন্ত্রের পথে। গান্ধীজি অহিংসার কথা বলেছিলেন, আমরাও আন্দোলন করছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রতিবাদ প্রদর্শন করা মানেই হিংসাত্মক আচরণ নয়।’ দিল্লি যাওয়ার আগে চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্দোলন করুন, কিন্তু হিংসাত্মক আচরণ করবেন না, চাকরিহারা শিক্ষকদের পরামর্শ অভিষেকের।

সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও সরকারি কর্মচারীদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ৫ শিক্ষককে ডেকে পাঠিয়েছে বিধাননগর নর্থ থানা। বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আগেই একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। তারপরও বিকাশ ভবনের সামনে লাগাতার অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন চাকরিহারা ‘যোগা’ শিক্ষকরা। সরকার পাশে থাকার আশ্বাস দিলেও কোনওরকম আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না বলেই জানিয়েছিলেন চাকরিহারারা। যদিও দিল্লি যাওয়ার



পথে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে অভিষেক একপ্রকার বরাডয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন চাকরিহারাদের। জানিয়েছেন, বিচারব্যবস্থার উপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। রাজ্যও রিভিউ পিটিশন দিয়েছে। একটা সুরাহার পথ নিশ্চয়ই বেরোবে। তবে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ, আন্দোলন চলুক, তবে তাতে রাজনৈতিক রং না লাগতে দিয়ে প্রতিবাদ যেন গণতন্ত্রের পথে হয়। অভিষেক বলেন, ‘আমি কিছু ফুটেজ দেখেছি। গেট ভাঙার ভিডিও দেখছি। চাকরিহারাদের এই আন্দোলনকে আমি ছোট করব না, সেই ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু



আন্দোলন কখনও উগ্র হয় না, হিংস হয় না। আমরা একশো দিনের কাজ নিয়ে দিল্লিতে আন্দোলন করেছি। সাধারণ মানুষ তো ছেড়েই দিন, যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, এমনকি মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে মারা হয়েছে। আমরা তো হিংসার পথে যাইনি। বরং পরের দিন রাজভবনের বাইরে ধর্মীয় বসেছি। সবটাই শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আমি চাইব, শিক্ষকরাও যেন অহিংসার পথে থেকে আন্দোলন করেন। আন্দোলনের অধিকার সকলের রয়েছে। এ ব্যাপারে চাকরিহারাদের তরফে চমায় মণ্ডল অবশ্য বলেন, ‘অভিষেক তাঁর কথা বলেছেন।

কিন্তু একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে গোটা বিষয়টা তাঁর নজরে আনা উচিত ছিল। শুধু আমরা কী করেছি না করেছি, তা নয়।’ চিন্ময় বলেন, ‘ওঁর উচিত একবার ভেবে দেখা, কেন আমরা রাস্তায় আছি, কেন আমাদের রাস্তায় এনে ফেলা হল, কেনই বা দিনের পর দিন আমাদের রাস্তায় পড়ে থাকতে হবে। দোষটা কার, চাকরিটা গেল কার জন্য, এই মুহূর্তে কী কী করা উচিত, সেটাও ভেবে দেখা উচিত তাঁর।’ তাঁর মতে, চাকরিহারা যোগা শিক্ষকরা কেবল একটাই বাধা অতিক্রম করেছিলেন, সেটা হল বিকাশ ভবনের গেট। বাদবাকি তাঁদের অবস্থান শান্তিপূর্ণই ছিল। চিন্ময় বলেন, ‘স্লোগানে

বালুর চিঠি কী ‘রেশন লুট’-এর নকশা? হস্তাক্ষর মিলিয়ে তদন্তে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতিতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ভূমিকা নিয়ে এবার প্রমাণের নতুন হাতিয়ার খুঁজছে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় প্রাক্তন মন্ত্রী তাঁর কন্যা প্রিয়দর্শিনী মল্লিককে একটি চিঠি লেখেন, যা উদ্ধার হয় হাসপাতালে মোতায়েন সিআরপিএফ জওয়ানদের নজরদারিতে। ইডির অভিযোগ, সেই চিঠিতেই রেশন দুর্নীতির ‘চালচিত্র’ ছিল।



রয়েছে কীভাবে কালো টাকা সংগ্রহ ও পাচার করতে হবে, কার মাধ্যমে তা চলবে এবং কারা রেশন দুর্নীতির লাভভাগী। এমনকি বনগাঁর প্রাক্তন তৃণমূল পুরপ্রধান ও মামলায় ধৃত শঙ্কর আতা ওরফে ‘ডাকু’-র নামও ছিল বলে জানা গিয়েছে। প্রভাবশালীদের নামও নথিভুক্ত। এসবই তদন্তকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছে বলেই

দাবি কেন্দ্রীয় সংস্থার। তবে একাধিক প্রশ্নও উঠছে, হাসপাতালে কীভাবে কাগজ ও কলম পেলেন বন্দি মন্ত্রী? কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতেও কীভাবে চিঠি পৌঁছে গেল তাঁর মেয়ের কাছে? ইডির দাবি, গুরুতে চিঠি লেখার কথা স্বীকার করলেও পরে তা অস্বীকার করতে পারেন বালু। তাই এবার প্রমাণ চাই, হাতের লেখায়।

কুণাল ঘোষ-সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে রুল জারি, সশরীরে হাজিরার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্ট চত্বরে হেনস্থা-কাণ্ডের জেরে সোমবার রুল জারি করল সব্যসাচী ভট্টাচার্য, বিচারপতি অরিজিং বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বিশেষ বেস্ফ। আইনজীবীদের চেষ্টারের সামনে বিক্ষোভ ও হেনস্তার অভিযোগে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ-সহ আটজন চাকরিপ্রার্থীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য, বিচারপতি অরিজিং বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বিশেষ বেস্ফ রুল জারি করে জানান, আগামী ১৬ জুন দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের মধ্যে তাঁদের সশরীরে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে, কেন তাঁদের গ্রেপ্তার করা হবে না। বার্থ হলে আদালত গ্রেপ্তারির নির্দেশে দিতে পারে। গত ২৫ এপ্রিল, বিকাশভবন ভট্টাচার্য-সহ একাধিক আইনজীবীর চেষ্টারের সামনে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ ও হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। সেই প্রেক্ষিতে রাজু দাস, শুভেন্দু দাস, অননু রায়, তপন মণ্ডল, দন্দন মিন্দা, শিবানী কুইটি, সঞ্জয় বৈরাগী ও কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে আদালত



অবমাননার মামলা দায়ের হয়। এর আগে ২ মে, তাঁদের ১৫ দিনের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে তা জমা না পড়ায় রুল জারি করা হয়। আদালতে কুণাল ঘোষের আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য দাবি করেন, ঘটনার সময় কুণাল নিউটাউনে একটি অনুষ্ঠানে ছিলেন। নিজে হাজির হয়ে কুণাল বলেন, ‘বিক্ষোভে আমি ছিলাম না। ওই আচরণ সমর্থন করি না। আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁসানো

হচ্ছে। আমার বিচারপতিদের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে।’ এদিন কলকাতার পুলিশ কমিশনারের রিপোর্টও পেশ হয় আদালতে। এই ঘটনার সূত্র ধরেই আবার চর্চায় রাজ্যের এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি, কারণ চাকরিপ্রার্থীদের বড় অংশ এসএলএসটি-র ভুক্তভোগী। উত্তেজনা ছড়িয়েছে তৃণমূল নেতৃত্বও। হাইকোর্টের পরবর্তী পদক্ষেপে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বেহালায় ৯০ দিনের ট্রাফিক রদবদল, একাধিক রাস্তায় বন্ধ থাকবে রুট বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভূগর্ভস্থ নিকশি ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আগামী তিন মাস ব্যাপক যানবাহন নিয়ন্ত্রণ চালু হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতার বেহালায়। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের কারণে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বাস এবং ভাট্টা যান চলাচল বন্ধ থাকবে। ফলে বেশ কিছু রুটে ঘুরপথে চলতে হবে গাড়িগুলিকে। জানা গিয়েছে, এম এল গুপ্ত রোডের বেশ কয়েকটি সংযোগস্থলে পাইপ বসানোর কাজ হবে। ভুবন মোহন রায় রোড মোড়, সোদপুর ফার্স্ট লেন, ব্রিকফিল্ড রোড, হেমোব্রু ও কালীপদ মুখার্জি রোড জংশনে কাজ চলবে। এই এলাকাগুলিতে সব ধরনের বাস ও

ভাট্টা যান চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে। এই পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসছে একাধিক বাসরুটে। এসও১, এসিও১, ২১, এসডি ৪/১ এবং সারাদা পার্ক-আনন্দপুর রুটের বাসগুলি মুচিপাড়া জংশন থেকে রাজা রামমোহন রায় রোড, জেমস লং সরণি ও বরেন রায় রোড ঘুরে গন্তব্যে যাবে। ফেরার সময় ছোট গাড়িগুলিও সন্তোষ রায় রোড হয়ে জেমস লং সরণি ধরে মুচিপাড়া পর্যন্ত ঘুরপথে চলবে। এই নির্দেশ ইতিমধ্যেই জরুরি হওয়ায় এবং আগামী ৯০ দিন বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। জনসাধারণকে আগাম সতর্ক করে বিকল্প পথ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে শিল্পাঞ্চলে তেরঙ্গা যাত্রা



নিজস্ব প্রতিবেদন: অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে সোমবার বিকেলে শ্যামনগর টোরগী মোড় থেকে শুরু হয় তেরঙ্গা যাত্রা। ঘোষপাড়া রোড ধরে সেই তেরঙ্গা যাত্রা বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে ইছাপুর মানিকতলায় শেষ হয়। উক্ত তেরঙ্গা যাত্রায় এদিন বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। তেরঙ্গা যাত্রায় অংশ নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ‘পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীরা দেশের মা-বোনদের মাথার সিঁদুর মুছে দিয়েছিল। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি

পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের মোক্ষম জবাব দিয়ে প্রধান করছেন, কীভাবে মা-বোনদের সিঁদুরের দাম দিতে হয়। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আর মা-বোনদের সিঁদুর মুছতে দেবেন না।’ তেরঙ্গা যাত্রায় এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, বিজেপির উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ইনচার্জ কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বানার্জি, বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, বিজেপি নেতা প্রিয়াদু পাণ্ডে ও কৌশল বাগচী, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ বানার্জি প্রমুখ।

আন্দোলনরত শিক্ষকদের পাশে আরজি করের নির্যাতিতার মা-বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি দুর্নীতির জেরে চাকরি হারানো ‘যোগা’ শিক্ষকদের পাশে এবার দাঁড়ালেন আরজি করে মেডিক্যাল কলেজের নির্যাতিত চিকিৎসকের পরিবার। বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে রবিবার রাত গভীরে দেখা করেন নির্যাতিতার বাবা ও মা। মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগাড়েন দেন তাঁরা।

নিহত চিকিৎসকের মা বলেন, ‘যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি পড়াশোনার গুরুত্বই বোঝেন না। না হলে এই শিক্ষকদের ক্লাসরুমে থাকার বদলে রাস্তায় অনশন করতে হতো না। শিক্ষকদের অপমান মানে



ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অপমান করা।’ শুধু শিক্ষা নয়, নিজের মেয়ের মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘সরকারের উদাসীনতায় আমার মেয়েকে সহকর্মী চিকিৎসক ও শিক্ষকদের হাতে ধর্ষণ ও খুন হতে হয়েছে। একদিকে স্বাস্থ্য দপ্তর দায়ী, অন্যদিকে শিক্ষা দপ্তরের দুর্নীতির জন্য যোগা শিক্ষকদের চাকরি গেছে।’

নির্যাতিতার মা আরও বলেন, ‘চালের মধ্যে কঁকড় ঢুকেছে, কে মেশালো বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এখন খেতে গিয়ে গলায় বিধছে। এসএসসি দুর্নীতি যখন হচ্ছিল, তখন সরকার কী করছিল?’ পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। ‘লাঠিচার্জ করা পুলিশকর্মীদের বাড়িতেও তাঁদের সন্তান আছে। কাল সেই সন্তান কী শিক্ষবে? যদি বলে, ‘তুমি আমার শিক্ষককে মেরেছ, আমিও স্কুলে গিয়ে শিক্ষককে মারব।’ তখন কেমন লাগবে?’ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নির্যাতিতার পরিবারের স্পষ্ট বার্তা, ‘এই শিক্ষকরা যদি একদিন কালীঘাট ঘেরাও করেন, আমরা সেখান থেকে তাদের পাশে থাকব।’

ফের ফেডারেশনের দাপটে কোণঠাসা পরিচালকরা রাজ্যের দায়িত্বকে স্মরণ করালো হাই কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: টলিউডে পরিচালকদের কাজ থামাতে আর পারল না ফেডারেশন। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের কড়া নির্দেশ, কোনও সংগঠনেরই অধিকার নেই কারও জীবিকা বন্ধ করে দেওয়ার। নির্দেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হল রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিবকে। একুশো শতকে দাঁড়িয়ে শিল্পীমনস্কতার চেয়ে প্রভাবশালী ইউনিয়নের অধিপতাই কি চালিকা শক্তি? টলিউডের

সাম্প্রতিক চিত্র অন্তত সে কথাই বলে। বছর ঘুরতেই আবার ফেডারেশনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন ১৫ জন পরিচালক। তালিকায় রয়েছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সুদেষ্ণা রায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, অনিবার্ণ ভট্টাচার্যের মতো প্রথম সারির নাম। মূল অভিযোগ, ফেডারেশনকে দায়িত্ব দিয়ে শিল্পীমনস্কতার চেয়ে প্রভাবশালী ইউনিয়নের অধিপতাই কি চালিকা শক্তি? টলিউডের



দেন, স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাওয়া পরিচালকদের বাধা দেওয়া

যাবে না। প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে সমাধান খুঁজতে হবে। না হলে পুলিশি সহায়তা নিতে পারবেন পরিচালকেরা। এই রায়ে খুশি ডিরেক্টর অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান সম্পাদক সুদেষ্ণা রায়। তাঁর কথায়, ‘শুরু থেকেই আদালত আমাদের পক্ষে। এ বার রাজ্যকেও দায়িত্ব নিতে হবে। ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া মেলেনি, ফোন ধরেননি তিনি। এই মামলার

সূত্রপাত হয়েছিল বিদ্যুতা ভট্টাচার্যের মাধ্যমে। পরে তাঁর পাশে দাঁড়ান আরও ১৪ জন পরিচালক। তাঁদের একাংশের কাজ একের পর এক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কারণ তারা মুখ খুলেছিলেন। সব ঠিকঠাক চললে ১৬ জুন এই মামলার চূড়ান্ত রায় দেবে হাই কোর্ট। পরিচালকেরা আপাতত তাকিয়ে সেই দিকেই। প্রশ্ন একটাই, এই বার কি তবে শিল্পীর স্বাধীনতা ফেরত মিলবে তার দিকে তাকিয়ে আছেন শিল্পীমহল।



অভিযোগ তুলেছেন যে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও শিক্ষামন্ত্রী সেই দায়িত্ব পালনের বদলে নাট্যচর্চা ও রাজনৈতিক চিত্রনাট্য রচনায় বেশি ব্যস্ত। উল্লেখ্য, রাজ্যের এসএসসি দুর্নীতি মামলাকে ঘিরে একাধিক বিতর্কে জর্জরিত শিক্ষা দপ্তর। কয়েক হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে, হাজার হাজার

চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সেই আবেহেই বিজেপি সভাপতি শাসক দলের ‘মন্ত্রিসভা সংস্কৃতি’কে আক্রমণ করে ব্রাত্য বসুর পেশাগত ও রাজনৈতিক ভূমিকার মধ্যে সংঘাতের ইঙ্গিত দেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই কটাক্ষের পাল্টা কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে শাসক দলের একাধিক নেতাই আগে ব্রাত্য বসুর থিয়েটার-প্রীতিতে ‘রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্যের নিদর্শন’ হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। যদিও রাজ্যের গেরুয়া শিবির সেই ব্যাখ্যায় বিশ্বাস না করে, শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগ তুলে তাঁর যোগ্যতাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করালো। সুকান্ত মজুমদারের এই কটাক্ষকে কেন্দ্র করে সেই রাজনৈতিক চাপ আরও বাড়াবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক কারণেই
কি চাকরিহারাদের
ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার
অন্ধকারে ঢাকা!

সরকারের প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোভাব, নিয়োগ-দুর্নীতি চাপা দেওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টার কারণেই আজ যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই দুরবস্থা। এই সুযোগে রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে বিজেপি-ও। অথচ, ২০১৭ সালে ত্রিপুরায় বাম আমলে শিক্ষক নিয়োগ-দুর্নীতির মামলায় দশ হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি গিয়েছে। তখনও বিজেপি বলেছিল, আমরা সরকারে এলে সকলের চাকরি ফিরিয়ে দেব। পরবর্তী কালে বিজেপি সরকারে বসলেও সেই প্রতিশ্রুতির ধারে-কাছে যায়নি। তবে চাকরিহারাদের নিয়ে রাজনীতির খেলায় এ রাজ্যের বাম দল বা সিপিআই (এম) কিছুটা পিছিয়ে। কারণ তারা জানে ত্রিপুরার ২০১৭ সালে বাম আমলের শিক্ষা দুর্নীতির কারণে দশ হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি হারানোর কলঙ্ক এখনও তাদের গায়ে লেগে আছে। তাই এ রাজ্যে চাকরিহারাদের সরকার-বিরোধিতায় উদ্ভানি দেওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে তাদের কাছে আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। তারা এটাও জানে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ‘শূন্য’-এর গেরো থেকে বেরিয়ে এসে সরকার গড়া তাদের কাছে অলীক স্বপ্ন। না হলে তারাও চাকরিহারাদের ‘গিনিপিগ’ বানিয়ে তৃণমূল, বিজেপির মতো রাজনীতির খেলা খেলত। আসলে, রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে বিরোধী দল, সিপিআই(এম) সকলেই চাকরিহারাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাসবাণী শুনিয়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সহানুভূতি আদায়ে ব্যস্ত। সব রাজনৈতিক দলই চাইছে, এই বিষয়টিকে আগামী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত জিইয়ে রাখতে। তাই চাকরিহারাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢাকা।

শব্দবাণ-২৭৮

১		২		৩		৪
৫				৬		
৭		৮		৯		১০
১১				১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কর্পূর ৩. গবাক্ষ ৫. জীবিকা, রুটিরকজি ৬. ভাগর, অদৃষ্ট ৭. পর্দা ৯. বায়ু, বাতাস ১১. দেববাণী, আকাশবাণী ১২. অংশ, ভাগ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বড়ো রন্ধনপাত্র ২. পর্যটক ৩. বিষ ৪. রাক্ষস ৭. ধ্বংস, দফারফা ৮. কাব্যালংকারবিশেষ ৯. শাস্তি, সাজা ১০. ঘন ফুলে গাঁথা দীর্ঘ মালা।

সমাপ্তান: শব্দবাণ-২৭৭

পাশাপাশি: ২. জীবিতেশ্বর ৩. মচ্চিমুলুক ৬. নানারকম ৭. মুখমারুত।

উপর-নীচ: ১. কসাইখানা ২. জীবমন্দির ৪. মৃটমহাত ৫. কপিকেতন।

জন্মদিন

আজকের দিন



শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৯৪৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সিমরনজিৎ সিং মানের জন্মদিন।

১৯৭৪ বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

১৯৭৮ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রমেশ পাওয়ারের জন্মদিন।

অপারেশন সিঁদুরের সিঁদুকে
উন্মুক্ত ভিতর বাহিরে কূটনীতি

সুবীর পাল

বিজ্ঞান যেখানে শেষ দর্শন সেখানে শুরু।

তেমনই, যুদ্ধ যেখানে শেষ রাজনীতি সেখানে শুরু।

এটাই যুদ্ধ তাড়িত বিশ্বের এক ও একমাত্র চিরাচরিত দস্তুর। সমগ্র পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের জন্যই এই নিয়ম যেন চূড়ান্ত ভাবে অপ্রতিরোধ্য। যুদ্ধের ক্ষতে রাজনীতির শল্য চিকিৎসা যেন অনিবার্য হয়ে ওঠে সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্তরে, সর্বকালে, সর্বদেশে।

‘অপারেশন সিঁদুর’ও এর ব্যতিক্রম হতে পারে কি করে? সুতারাং অপারেশন সিঁদুরের সংঘর্ষ বিরতির সন্ধিক্ষণে রাজনীতির ময়দানে অনেকটা উপযাচক হয়েই মার্কিন মোসাহেব ‘ফার্স্ট বয়’ সার্জতে চেয়েছিলেন বিশ্বের খোলা জানালার সামনে। যদিও ভারত স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের অনুরোধেই অপারেশন সিঁদুর আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। এমনকি জঙ্গি নির্মূল করার লক্ষ্যে ভারত কোনও তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা মানবে না বলেও সাক্ষ জানিয়ে দিয়েছে আমাদের দেশের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্র।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পাকিস্তানের বদন্যাতায় আগভাগে এক্স হ্যান্ডলে ঘোষণা করেছিলেন, ‘আমেরিকা বাণিজ্য বন্ধ করবে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে যদি না দুই দেশ যুদ্ধ বন্ধ করে। ফলে পরমাণু যুদ্ধ রোধ করতে পারলাম।’

এ বিষয়ে সরাসরি আমেরিকার সমালোচনা মুখে না করলেও ভারত তার দৃঢ় অবস্থান রাজনৈতিক অস্ত্রেই তাক করেছে মার্কিন মুলুকের প্রান্তে। যুদ্ধের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্র্যাকমেইলের উত্তর বাণিজ্যিক পন্থাতেই দারুণ ভাবে চপেটাঘাত ক্যালো ভারত। ব্যবসায়িক আঙ্গিকে বেশ কিছু মার্কিন দ্রব্যের উপর অতি স্প্রস্টি অতিরিক্ত মাত্রায় শুল্ক চাপিয়ে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর ভারত। বোঝা ঠালা। ভারতের এই পদক্ষেপে বেজায় চটেছেন ট্রাম্প সাহেব। ফলস্বরূপ তিনি অ্যাপেল কর্তৃপক্ষকে ভারতে উৎপাদন বন্ধ রাখতে পরামর্শ দেন। কিন্তু অ্যাপেল কর্মকর্তারা রাজনীতির চাইতে ব্যবসাতা ভালো বোঝেন। এটাও তাঁরা অনুধাবন করেছেন, ভারতের উন্মুক্ত বাজার হলো তাদের কাছে এক প্রকার হাতে পাওয়া সোনার হাঁস। তাই তড়িঘড়ি অ্যাপেলের সিইও টিম কুক জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই তাঁরা ভারত থেকে ব্যবসার পাততাড়ি গোটাবেন না। সুতারাং বিশ্ব রাজনৈতিক স্তরে অপারেশন সিঁদুরের উত্তর আবহে আমেরিকার দালালিরিকে কার্যত ল্যাঞ্চে গোবরে করে ছেড়েছে ভারত। ট্রাম্পের রাজনৈতিক কারিয়ায়ে মোদী কাছ থেকে পাওয়া এমন নাকখত দ্বিতীয়বার পেয়েছেন এমন এবাবৎ দৃষ্টান্ত ম্যাগনিফাইং গ্লাসেও খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে ভারতের বৈদেশিক রাজনীতির উপমা এখানেই শেষ নয়। জঙ্গি দমনে ভারতের এই পদক্ষেপ প্রসঙ্গে মোদী সরকার কূটনৈতিক ভাবে পাকিস্তানের নেতিবাচক অবস্থানকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জোরপার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। শাসক ও বিরোধী সাংসদদের এককাটা করে বিশ্বের দরবারে পাঠানোর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ‘ভারত আদতে যুদ্ধ চায় না। কিন্তু জঙ্গিপনাকে সামনে রেখে পাকিস্তান অপারেশন সিঁদুর বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করছে। পাকিস্তান হলো বিশ্ব উগ্রপন্থার বিশ্ববিদ্যালয়। তাই জঙ্গিমুক্ত পৃথিবী গড়ার অধিকার ভারতের আছে। এই ইস্যুতে ভারতের অভ্যন্তরে সমস্ত রাজনৈতিক দল সম মনোভাবাপন্ন।’, এই বার্তাটিই বগলদাব্য করে এবার ৫৯ জন সর্দদলীয় সাংসদেরা সাতটি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে ৩২ টি দেশের সর্বোচ্চ নেতাদের সঙ্গে মিলিত হবেন বিভিন্ন পর্যায়ে। সুতারাং অপারেশন সিঁদুর যখন সাময়িক ভাবে ন যযৌ ন তস্তৌ তখন ভারতের পক্ষ থেকে মোস্ট ওয়ান্টেড বিশ্ব কূটনীতিতে অংশ নিতে আগ্রহের তো কারণ থাকতে পারে না। ফলে শুভসা শীঘ্রম ‘মিশন মোদী ওয়ান্স্ট পলিটিসি।’ সৌভাগ্যে অপারেশন সিঁদুর।

রাজনীতি শুধু বিশ্বের মাঞ্চে থেমে থাকবে এমন দিবা কেঁইবা দিতে পারে হলফ করে। সুতারাং অপারেশন সিঁদুরের সিঁদুক থেকে রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে এই গানটা অদ্ভুত রকমের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ‘আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে।’ অতএব প্রত্যাশিত ভাবেই দেশের ভিতর অন্তরে বিরোধী নেতৃবর্গ সুর সপ্তমে করতে শুরু করেছেন শীত ঘুম পরিহার করে। অপারেশন সিঁদুরের ফাঁক ফোকর খোঁজার উদ্ভাতায়।

মাঠে ময়দানে বিরোধী পক্ষের প্রশ্ন উঠছে অবধারিত ভাবে, এটা কি পূর্ণ যুদ্ধ নাকি ছায়া যুদ্ধ? আসৌ এটা কি দেশের লক্ষ্যপূরণ নাকি ভারতের আত্মসমর্পণ?

‘অপারেশন সিঁদুর’এর পরাক্রমে একটা যতি অবশ্যই আপাতত টেনে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অপারেশন সিঁদুরের ব্যবতীয় সাফল্যের কৃতিত্ব ভারতীয় সেনাবাহিনীকেই দিয়ে দাবি করেছেন, ‘পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর এই প্রত্যাঘাত জঙ্গিপনার কোমর ভেঙে দিয়েছে। প্রতিবেশী দেশ বৃষাতে পেরেছে ভারতীয় নারীর উজাড় হওয়া সিঁদুরের প্রতিবাদ কতটা বিধ্বংসী হতে পারে। অপারেশন সিঁদুর খেফ একটা নাম নয়। এটা গোটা দেশের অখন্ড স্বভিন্মানের প্রতীক।’ অন্যদিকে দেশের বিরোধী দলগুলো সহ প্রতিপক্ষ দেশকে বিশেষ রকমের বার্তা দিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সাক্ষ জানিয়েছেন, এটা ট্রেইলার হয়েছে। দরকারে পুরো সিনেমোটা দেখাবো।

আপাতত যুদ্ধের সাইরেন নিনাদ যেখানে শেষ, সেখানে কাল বিলম্ব না করে রাজনীতির চুলচেরা দমদার জিগিরবাজী ফের শুরু। প্রত্যাশিত রুটিনে। সারা দেশের কোনে কোনে। এটাই হলো দেশীয় রাজনীতির একটা অকৃত্রিম ট্রাডিশন। বর্তমান সময়ে, অপারেশন সিঁদুরের সাময়িক যতি টানার অপেক্ষাকৃতকু হয়তো করেছিলেন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে আঞ্চলিক দলের কারবাবীরা। খুঁতের কলকেতে টিপন্নীর ছিলিম মৌতাতে বৃদ হবার এইতো সুবর্ণ সুযোগ। সুতারাং যুদ্ধ আবহের লেবার রুমে স্বাভাবিক প্রসবের অপেক্ষায় মাগো গোলি, চালাও ছুরি কাচি তড়িঘড়ি ভারতমাতার পেট কাটা সমালোচনার সিজারে। ফলে যুদ্ধ যতির আতুরখর থেকে পড়িমরি কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধিতার সরাসরি মিশাইল হামলা শুরু হয়ে গেছে অতি দাপটে। পাল্টা ট্রেজারি শিবির তো এস ৪০০ সুদর্শন চক্র দিয়ে বিরোধিতা শুধু সামলাচ্ছে তাই নয়, সুকৌশলে ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করে বিরোধী শিবিরকেই তছনছ করে চলেছে



তবে সমালোচনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে না করলেও তাঁর অনুগত সাংসদ সৌগত রায় ছেড়ে কথা বলেননি মোদী সরকারকে। তিনি চাঁচাছোলা ভাষায় বলেন, ‘যুদ্ধ করতে গিয়ে যেখানে ইউক্রেনের জেলেনস্কি নতি স্বীকার করেননি সেখানে ভারতের নরেন্দ্র মোদী মাথা নোয়ালেন আমেরিকার ট্রাম্পের কাছে। কোথায় জঙ্গি নির্মূল হয়েছে? প্রমাণ কোথায়? জঙ্গিদের কয়েকটা বাড়ি গুঁড়িয়ে দিলেই সব জঙ্গি খতম হয়ে গেল নাকি? ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে নাস্তানাবুদ করেছিল পাকিস্তানকে নরেন্দ্র মোদী কোথায় সেই দেশের কোমর ভেঙেছে? মাঝপথে কার নির্দেশে যুদ্ধ বন্ধ করা হলো?’ যদিও সৌগত রায়ের এই কঠোর সমালোচনার পড়েই ডামেজ কন্ট্রোলে আসরে নেমে পড়েন দলেরই অপর দুই সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের বক্তব্য, ‘পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যথার্থ নেতৃত্ব দিয়েছেন। অপারেশন সিঁদুর প্রকৃতই সফল। পাকিস্তান উচিৎ শিক্ষা পেয়েছে।’ আমজনতার নার্ভের পালস অনুভব করতে তাই দলের সাংসদদের দিয়েই এই মুহূর্তে সমালোচনার পাশাপাশি প্রশংসার ভারসাম্যগত মিশেল ঘটালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রার প্রকাশ্য বিরোধিতা না করলেও ‘বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী’র মতো রাজ্য জুড়ে তৃণমূল ঘোষণা করেছিল জাতীয়তাবাদী মিছিল। ‘শনিবার ও রবিবারের এই মিছিল কোনও রাজনৈতিক কারণে সংগঠিত হচ্ছে না। যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সাফল্য তুলে ধরা হবে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও গোয়া, আসাম ও ত্রিপুরাতেও এই মিছিল চলবে।’ মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণার পরে পরেই রাজ্যে কিন্তু আদতে শুরু হয়ে গিয়েছে দ্বিজ মিছিলের আড়ে বহুড়ের রাজনৈতিক পাঞ্জা লড়াই। বিজেপি বনাম তৃণমূলের। ভোটের দাঁড়িপাল্লার ওজন বুঝে নিতে।

অন্যায়স পরিপকতা।

ইতিমধ্যেই দেশের সবচেয়ে বর্ষীয়ান সর্বভারতীয় রাজনীতিক দল কংগ্রেস সরাসরি মোদী সরকারের বিরুদ্ধে রে রে করে কামান দেগেছে। অপারেশন সিঁদুর আচমকা স্থগিত হওয়ায়। দলের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেছেন, ‘আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষায় পাকিস্তানকে যে প্রত্যাঘাত করছিল আমাদের সেনাবাহিনী তার থেকে ভারত পিছিয়ে এসেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এমন মন্তব্য করেছেন। অথচ আমরা সহ সমস্ত বিরোধী দল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একমত ছিলাম যুদ্ধ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে। কেন যুদ্ধ বন্ধ হলো সহ ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা প্রধানমন্ত্রীর মতামত শুনতে চাই। এই ইস্যুতে সংসদে অবিরেশন ডাকা হোক।’

মজার বিষয় হলো কংগ্রেসের এই দাবির পিছনে ইন্ডি জোটের সব শরিক যে এক বিপ্লুতে এসে দাঁড়িয়েছে এমন নজির বাস্তবে নজরে পড়লো না। ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ও জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এ বিষয়ে মোদী সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, ‘সবকিছুর যেমন শুরু আছে তেমন শেষও আছে। দেশের লক্ষ্যপূরণ ছিল জঙ্গি নিকেশ। সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের সেনাবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে তা কার্যকর করেছে। পাকিস্তানের সেনা নিয়ন্ত্রিত বিমান ঘাটিও আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। পাকিস্তানকে মুছে দেওয়া ভারতের পরিকল্পনা ছিল না। সুতারাং পাকিস্তান উপযাচক হয়ে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দিলে আমরা তা ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মেনে নিয়েছি।’

উল্লেখযোগ্য ভাবে সবাইকে অবাক করে ওমর আবদুল্লার কষ্টস্বরের প্রায় একই সুর শোনা গেল নরেন্দ্র

মোদীর কটর সমালোচক আসাদউদ্দিন ওয়াহিসির গলায়। অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের সভাপতি ওয়াহিসি বলেন, ‘পাকিস্তানের থেকে বেশি মুসলিম ভারতে থাকে। অথচ দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমরা লাগাতার জঙ্গি আক্রমণের শিকার হয়ে চলেছি ওই দেশের পৃষ্ঠপোষকতায়। ভারতের অপারেশন সিঁদুরের পদক্ষেপ যথার্থ। ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল। দ্বিপাক্ষিক স্তরেই ভারত সাময়িক ভাবে এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছে।’

রাজনীতির বদলা রাজনীতিই। এই তত্ত্বে শীলমোহর দিয়ে বিজেপির মুখপাত্র প্রেম গুন্নাও জানালেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে অপারেশন সিঁদুর আজ সফল। সেনাবাহিনীর শৌর্ঘ্যে সারা দেশ গর্বিত। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক দল মোদীর যুগান্তকারী সাফল্যে কার্যত হতাশ হয়ে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাই এইসব অপপ্রচারের জবাব দিতে আমরা দেশের প্রতিটি রাস্তায় এগারো দিন ব্যাপী তিরঙ্গা যাত্রার কর্মসূচি গ্রহণ করছি।’

কংগ্রেস ও বিজেপি যেখানে এমন পরিস্থিতিতে অলআউট পেশি দেখাতে মাঠে নেমে পড়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে নরমে গরমে রাজনৈতিক জল মাপতে শুরু করেছে তৃণমূল। এক বছর বাদে রাজ্যে বিধানসভা ভোট হতে চলেছে। তাই শাসক তৃণমূল সূত্রিমো এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই ইস্যুতে লিউকোপ্লাস্ট নাগিয়ে বসেছেন। চতুর এই রাজনীতিবিদ বিলক্ষণ জানেন, সারা দেশে একটা আবেগ কাজ করছে অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে। বিজেপি এই বিজয়কে হাইপে তোলার চেষ্টা করছে। কংগ্রেসের অনুকরণে এখনই এর বিরোধিতা করলে আগত ভোটার মুহূর্তে রাজ্যবাসীর মনে এর বিরপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

তবে সমালোচনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে না করলেও তাঁর অনুগত সাংসদ সৌগত রায় ছেড়ে কথা বলেননি মোদী সরকারকে। তিনি চাঁচাছোলা ভাষায় বলেন, ‘যুদ্ধ করতে গিয়ে যেখানে ইউক্রেনের জেলেনস্কি নতি স্বীকার করেননি সেখানে ভারতের নরেন্দ্র মোদী মাথা নোয়ালেন আমেরিকার ট্রাম্পের কাছে। কোথায় জঙ্গি নির্মূল হয়েছে? প্রমাণ কোথায়? জঙ্গিদের কয়েকটা বাড়ি গুঁড়িয়ে দিলেই সব জঙ্গি খতম হয়ে গেল নাকি? ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে নাস্তানাবুদ করেছিল পাকিস্তানকে নরেন্দ্র মোদী কোথায় সেই দেশের কোমর ভেঙেছে? মাঝপথে কার নির্দেশে যুদ্ধ বন্ধ করা হলো?’ যদিও সৌগত রায়ের এই কঠোর সমালোচনার পড়েই ডামেজ কন্ট্রোলে আসরে নেমে পড়েন দলেরই অপর দুই সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের বক্তব্য, ‘পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যথার্থ নেতৃত্ব দিয়েছেন। অপারেশন সিঁদুর প্রকৃতই সফল। পাকিস্তান উচিৎ শিক্ষা পেয়েছে।’ আমজনতার নার্ভের পালস অনুভব করতে তাই দলের সাংসদদের দিয়েই এই মুহূর্তে সমালোচনার পাশাপাশি প্রশংসার ভারসাম্যগত মিশেল ঘটালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রার প্রকাশ্য বিরোধিতা না করলেও ‘বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী’র মতো রাজ্য জুড়ে তৃণমূল ঘোষণা করেছিল জাতীয়তাবাদী মিছিল। ‘শনিবার ও রবিবারের এই মিছিল কোনও রাজনৈতিক কারণে সংগঠিত হচ্ছে না। যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সাফল্য তুলে ধরা হবে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও গোয়া, আসাম ও ত্রিপুরাতেও এই মিছিল চলবে।’ মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণার পরে পরেই রাজ্যে কিন্তু আদতে শুরু হয়ে গিয়েছে দ্বিজ মিছিলের আড়ে বহুড়ের রাজনৈতিক পাঞ্জা লড়াই। বিজেপি বনাম তৃণমূলের। ভোটের দাঁড়িপাল্লার ওজন বুঝে নিতে।

আর অন্যদিকে সিপিএম? ক্ষয়িষ্ণুতার নামাবলী এখন যে দলের শরীরে দৃশ্যকৃত প্রকট। তাদের টোকেনি মিছিল ঠাঠে ঠাঠে হচ্ছে ঠিকই। স্লোগানের ট্যাগলাইনে সেই বস্তাপাণ্য যুগের ভাবধারা থেকে দলটা উজ্জী হতে পারলো কি? ‘যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।’ এমন স্লোগানে জঙ্গিহানা নিয়ে এমন স্পিকারি নট। কিন্তু জঙ্গিদের দরমুদ্র করলেই গেল গেল শান্তি নষ্ট। ৩৪ বছর রাজ্য শাসন করা একটা দল কিভাবে সংসদীয় রাজনীতিতে শূন্যে নামতে পারে, আর কেনই বা এই নিত্য পতন, তা রাজ্যবাসী তাড়িয়ে তাড়িয়ে তো অনুভব করেছে। দেশের তিরঙ্গা পতাকা দেখে যে দল যুদ্ধ হিন্দ বলতে শোনেই তখনো যে রয়েই গেছে ভারতের দুর্ভাগ্য ভাগ্যাকাশে। সেই ব্যতিক্রমের নাম ‘দেশীয় বামপন্থা।’ যার বেহায়া মুখ হলো সিপিএম।

দেশের যে কোনও ইস্যুতে রাজনৈতিক চাপানউতোর থাকবেই। এটাইতো গণতান্ত্রিক রীতিতে সুস্থ ইতিবাচক রাজনীতির সুস্পষ্ট লক্ষণ। কিন্তু তাই বলে যখন জঙ্গির বন্দুকের নলের সামনে ভারতীয় নারীর সিঁদুর মুছে যায়, ঠিক সেই বিপ্লুতে জঙ্গি নিকেশ মিশনে কিভাবে শান্তি উজাড় হয়, এমন অভিনব লজ্জাকর তত্ত্ব ভারতবাসীর মুখে কি শুনতে পারবেন? উত্তর একটাই, ‘না, না, না।’ তবু উত্তর বেলায় ব্যতিক্রম যে রয়েই গেছে ভারতের দুর্ভাগ্য ভাগ্যাকাশে। সেই ব্যতিক্রমের নাম ‘দেশীয় বামপন্থা।’ যার বেহায়া মুখ হলো সিপিএম।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও

বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র।

অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com



পুরশুড়ায় নদী বাঁধের কাজ নিম্নমানের ক্ষোভে কাজ বন্ধ করলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আর দুই এক মাস পড়তে বাঁধ। বাঁধ সংস্কার নাহলে বন্যায় সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তাই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে গ্রামবাসীরা। এই রকম পরিস্থিতিতে ভাঙা বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হলেও তা নিম্নমানের বলে অভিযোগ। নদী বাঁধ কংক্রিটের রাসের দাবি তুলে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামের মানুষ। পাশাপাশি নদী বাঁধ সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দেয়। এবারের ঘটনা আরামবাগ মহকুমার পুরগুড়া ব্লকের কাদিরপুর এলাকার, জানা গেছে, ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় কাদিরপুরের মুণ্ডেশ্বরী নদীর বাঁধ ভেঙে পড়ে। বেশ কয়েকটি গ্রামের ঘর বাড়ি বন্যার জলে প্রাণিত হয়। ভয়ংকর পরিস্থিতির হয়।

মুণ্ডেশ্বরী নদীর বাঁধ একেবারেই বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। ওই

এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, বাঁধ ভাঙলেই ১৪ থেকে ১৫ টি গ্রামের মানুষ যেমন জলের তলায় চলে যাবে তেমনি কয়েক একক জমি বালি চাপা পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই অবিলম্বে মজবুত করে বাঁধ বাধা প্রয়োজন। সেই মতো থুত দিয়ে ছাতু গোনার মতো কাজ শুরু হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। তাই বাঁধ বাধার কাজ বন্ধ করে দেয় গ্রামের মানুষ। গ্রামের মানুষের দাবি, প্রতিক্রিতি দেওয়া হয়েছিল বাঁধ বাধার কাজ হবে কংক্রিট দিয়ে। কিন্তু তা হাননি। আবার একটা বিধানসভা ভোটা আসছে। কিন্তু নদীর জলের ব্যাঘ প্রতিক্রিয়া কোনও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষের। তাদের আরও দাবি, বছরের পর বছর ধরে নদীবাঁধ মজবুত ভাবে সংস্কার হয়নি। যার ফলে নদীর জল স্বাভাবিক

বিবেচনা করা হবে। নদী বাঁধ যাতে মজবুত হয় সেই বিষয়ে নজর দেওয়া হবে। সবমিলিয়ে এখন দেখার কাদিরপুরের নদী বাঁধ এলাকার মানুষকে বাঁচাতে প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয়।

NOTICE
In the matter of the WBCS Act, 2006 and in the matter of The West Bengal State Co-op. Agriculture & Rural Development Bank Ltd., situated at ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, CIT Scheme – VIII(M), Ultadanga, Kolkata – 700067; Notice is hereby given to all Members, Debtors, Creditors and to all concerned, that the Statutory Audit of the above named Society for the Financial Year 2024-2025 will be taken up by the undersigned on and from May 19, 2025 at its Registered address. All are requested to get their balance [Dr/ Cr] as on March 31, 2025 verified with the Books and Records of the Society during the course of the Audit at the registered address of the Society and report discrepancy, if any, to the undersigned during Audit, failing which, the Accounts submitted by the Society will be taken into consideration. No separate individual verification slip is being issued.

Sen & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
1/13 Chittaranjan Colony, Jadavpur, Kolkata- 700 032

সিদ্ধি ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিচালনা ব্যবস্থা এবং মালিকানা পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি :
এতদ্বারা জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্ভিসার নং RBI/UDR/2023-24/106 ডাউন-ফিন. REC.No. 45/03-10-119/2023-24 ফর্মদে, যা ১০ অক্টোবর ২০২৪ অনুযায়ী সমুদ্রে সময়ে আপত্তি করা হয়েছে এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (আববিআই) বা অন্য কোম্পানি উপস্থিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রয়োজনীয় আত্মনির্ভরতা এবং শর্তাবলী পূরণের জন্য সার্বিলি ক্ষেত্র।
তারিখ: ১৫ই আগস্ট ২০২৫
র পত্র KOL.DOR.DOR.No. S 87/01-01-0057/2025-2026 অনুযায়ী পরিচালনা ব্যবস্থা এবং নিম্নলিখিত নির্দেশের জন্য আদান আদানের নিয়মে, যা কোম্পানির কর্তৃক ১৬ মে, ২০২৫ তারিখে প্রদত্ত হয়েছে।
ক) শামুর বরদান (DIN-10939585)
খ) চিনিরী কের (DIN-10631845)
গ) মনম পাণ্ডে (DIN-08820088)
কোম্পানির বর্তমান পরিচালক হিসেবে পূর্বতন ডিরেক্টরগণ সুনীল কুমার ঘোষ, দেবশ্রী ঘোষের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কোম্পানির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, একাধিক নন-ব্যাবিং ফিডেলিটি কম্পোনিস (এখানে "কোম্পানি" হিসাবে উল্লিখিত) তে (রেজিস্টার্ড অফিস হোমিং নং ১১৩/৫২২, নিম্নলিখিত টিনল ক্যান্টিনারের উপর কার্যক্রম পরিচালনা করে, জলবিদ্যুতি, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১২১) এর সাথে নিম্নলিখিত শেয়ারহোল্ডারগণ থাকবেন, যার ফলে পরিচালনা পর্ষদ, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ সংস্থাপিত হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাবিং আর্থিক কার্যাবলীকে একীভূত, শক্তিশালী এবং বিস্তৃত করা।

এই পরিবর্তনের ফলে যাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তারা অধিগ্রহণকারী, স্থানান্তরকারী বা কোম্পানির উপরে উল্লিখিত টিনারায় এবং/অথবা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক, ডিরেক্টরগণ, ১৫ নোভেম্বর ২০২৫ তারিখে, কোম্পানির প্রেস, বি.বি.ডি. ব্যাংক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০১ এ জনগণের সাথে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে থেকে ৩০ দিনের মধ্যে, যাতে আগ্রহের প্রতীতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করা যায়।
অধিগ্রহণকারী, কোম্পানি এবং নতুন পরিচালন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত।

ফর্ম নং ৩
[রেজুলেশন-২০ (১)(৫) দেখুন]
টোটা রিকভার ট্রাস্টিবালু
কলকাতা (ডিস্ট্রিক্ট-২)
৭ম ফ্লোর, ভীমস পল্লী, বিজি, ৪২-১১, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০১১
সেন এন্ড কোং
সেন এন্ড কোং
১৩/১৩/২০২৫
অধিনেধার ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে সনম, ডেবিস রিকভার ট্রাস্টিবালু (প্রসিডিউর) রুলস, ১৯৯৩ এর রুল ৫ এর উপ-রুল (২৫) সঙ্গে পরিচি
ইউরো ব্যাংক
বনাম
বিপুল পাল এবং অন্যান্য

(১) বিপুল পাল এবং অন্যান্য, পিতা-মণ্ডু পাল, ১৫৫/৩, শশিবাবু রোড, পোস্ট অফিস কলকাতারীয়া, উত্তর চট্টগ্রাম পূর্ণনা, পশ্চিমবঙ্গ
(২) অমর পাল, পিতা-মণ্ডু পাল, ১৫৫/৩, শশিবাবু রোড, পোস্ট অফিস কলকাতারীয়া, উত্তর চট্টগ্রাম পূর্ণনা, পশ্চিমবঙ্গ
(৩) মণ্ডু পাল, ১৫৫/৩, শশিবাবু রোড, পোস্ট অফিস কলকাতারীয়া, উত্তর চট্টগ্রাম পূর্ণনা, পশ্চিমবঙ্গ

সমন
যেহেতু, টি/এ/২০২০ মান্যারী প্রিসাইডিং অফিসারের রেজিস্ট্রেশন কাজ চালিকাভুক্ত করা হয়েছিল ২১/০৪/২০২৫ তারিখে।
যেহেতু উক্ত মান্যারী ট্রাস্টিবালু আদানার বিরুদ্ধে আইনে (৬৫) সেকশন ১৯(৪) এর অধীনে ১১, ৮৮, ১৫২/- টাকার নগদ পুরস্কারের জন্য পারেরুক্ত উক্ত আদেশের উপর সনম/নোশি জারি করতে পেরে যুগ্ম। (আবেদন সহ নথিগত ইতিহাস প্রস্তুত করা হয়েছে।)
আইনের ১১ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আদানকে, বিবাদীদেরকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:-

(১) সনম জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কার্যপত্র পেশা যেন কোন প্রার্থনা করা যায় মঞ্জুর করা হবে।
(২) মূল আবেদনের ত্রিমুখ নথি ৩৫-এর অধীনে আবেদনকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট করা সম্পত্তি এবং সম্পদ ব্যতীত অন্য সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করা।
(৩) আপন মূল আবেদনের ত্রিমুখ নথি ৩৫-এর অধীনে প্রকাশ করা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি, সম্পত্তি সংযুক্তির জন্য মূলত:ই স্থানীয় এবং আবেদনের নিষ্পত্তি করা সুরক্ষিত সম্পদের সাথে সনমদেখা বা নিষ্পত্তি করা থেকে বিরত থাকবেন।
(৪) আপন বিরুদ্ধে, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তর করবেন না, তার ব্যবসার সাধারণ কার্যে যেন সমস্ত সম্পদের উপর নিষ্পত্তি সুদ তৈরি হয়েছে নথি ৩৫ মূল আবেদন এর অধীনে নির্দিষ্ট করা সম্পত্তি বা সম্পত্তির পূর্বনির্দিষ্ট ছাড়াই।
(৫) ব্যবসার সাধারণ গতিবিধি সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিক্রয় আসরে জন্য আপন দায়বদ্ধ থাকবেন এবং এই ধরনের সম্পদের নিরাপত্তা প্রাধিকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করা আর্কাইভে এই ধরনের বিবরণী আদান দিতে হবে।

আদানকে আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ নির্দিষ্ট বিবৃতি দাখিল করতে এবং ১৮/০৪/২০২৫ তারিখে সকাল ১০.০০ টায় রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এতে বার্ষ হল আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের প্রতিনিধি ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
স্বহস্ত ট্রাস্টিবালুর সিলমোহর দেওয়া হল ২১/০৪/২০২৫ তারিখে।
সনম জারি করার অনুরোধে অফিসারের স্বাক্ষর
আ/—
আসি. রেজিস্ট্রার
কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট-২

গদাগার গ্রাম পঞ্চায়েত
সাধারণ * গদাগার * দক্ষিণ ২৪ পরগণা
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা গদাগার গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল অধিবাসীকে জানানো হচ্ছে ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরে একজন অতিরিক্ত কাজ আদায়কারী নিয়োগ করা হবে। পঞ্চায়েত এলাকাবাসী মাধ্যমিক পাশ ৩০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে ইচ্ছুক জনগনকে গ্রাম পঞ্চায়েতে আগামী ইং ২০.০৫.২৫ ইং ২০.০৬.২৫ ইং যেন কোন কারণে দিন বেলা ১২ টা ইং ২ ঘণ্টার মধ্যে আবেদন ক্ষেত্রটিতে আবেদন করা হইল। বিবেচনা গ্রাম পঞ্চায়েতে যোগাযোগ করুন।
আ/— প্রধান
গদাগার গ্রাম পঞ্চায়েত
সাধারণ ২৪ পরগণা

রাজবলহাট মধ্যপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড
গ্রাম + পোস্ট :- রাজবলহাট, থানা :- জালদীপাড়া, জেলা- হুগলী, নিবন্ধন সংখ্যা :- ১৪৪, তারিখ -১০/০১/১৯৬৩
পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন-২০২৫
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা রাজবলহাট মধ্যপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যগণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ইং ১০/০১/২০২৫ তারিখ, (বেলা ১০ আঘাত) সকাল ১১ টায়, রাজবলহাট মধ্যপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড- এর প্রধান কার্যালয়ে নিচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যনির্বাচনের সমিতি সকল নিচের প্রক্রিয়ায় সমস্ত সদস্যগণকে উপস্থিত হইয়া পরস্পর সমবায় আইন ২০০৬, পরস্পর নিয়মাবলী ২০১১ ওয়েবসাইট কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসরণ করিয়া পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।
তারিখ: ১৪/০৫/২০২৫
আ/— ইন্দ্রানী মোহান্ত
হান: রাজবলহাট মধ্যপাড়া, হুগলী
সমবায় পরিচালক, জালদীপাড়া উন্নয়ন ব্লক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ				
ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১	যসস্য ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৯/০৫/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সকাল ১১ টা
২	যসস্য ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তি প্রকাশ	২০/০৫/২০২৫ ২১/০৫/২০২৫ (ছুটি দিন ব্যতীত)	সমিতির প্রধান কার্যালয়	দুপুর ৩ টা থেকে ৪টা পর্যন্ত
৩	যসস্য ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তি প্রকাশ	০২/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	দুপুর ১ টা হতে শুক্রানি শেষ হওয়া পর্যন্ত
৪	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৪/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	দুপুর ৩ টা
৫	মনোনয়নপত্র/বিতরণ	০৬/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা
৬	মনোনয়নপত্র/বিতরণ	১০/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা
৭	মনোনয়নপত্র/বিতরণ	১২/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা
৮	মনোনয়নপত্র/বিতরণ	১২/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	মনোনয়নপত্র/বিতরণ অবধি
৯	মনোনয়নপত্র/বিতরণ	১৩/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত
১০	মনোনয়নপত্র/বিতরণ	১৩/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত
১১	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও	০৪/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত
১২	ভোটা গণনা	০৪/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	ভোটা গণনের অবধি
১৩	ভোটে ফল প্রকাশ	০৪/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	ভোটা গণনার অবধি

৩. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৮ বছর হতে হবে এবং নিম্নাবলী, ২০১১-এর নিয়ম এবং ওয়েবসাইট কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশন এজেন্ট বা প্রকল্প-সমর্থকেরা কোনও পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোটাধিকার সময় তার সদস্য পরিচয়পত্র প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তি নির্দেশ সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌঁছালে নির্বাচন কার্যক্রম বাতিল হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ প্রদান নিয়ে ভোটা দিতে পারবেন।
৭. প্রার্থী মনোনয়ন পত্র বালা এবং ইংরেজি উক্ত ভাষায় না লিখেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৮. কোন সদস্য ভোটার / প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আ/— শ্রী সন্দীপ সেন
আ/— শ্রী ইন্দ্রানী মোহান্ত
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, অফিসার,
রাজবলহাট মধ্যপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড
তারিখ: ১৪/০৫/২০২৫
হান: রাজবলহাট মধ্যপাড়া, হুগলী

পাইকারা রুদ্রাধা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম:-পাইকারা, পোস্ট:- ছোট সরাসা, জেলা- হুগলী, নিবন্ধন সংখ্যা :- 47HG তারিখ -28.03.1960
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পাইকারা রুদ্রাধা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যগণ কে জানানো হচ্ছে যে আগামী ইং ২১/০৫/২০২৫ (রবিবার) সকাল ১১টায় থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত পাইকারা গ্রামিক বিদ্যালয় নিচে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতি সকল নিচের সদস্যকে উপস্থিত থেকে পরস্পর সমবায় আইন ২০০৬, পরস্পর নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েবসাইট কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালক মণ্ডলীর ব্যাংক (১৫) জন সদস্য (অন্যথা ১ টি) টি পরিচালক এবং ১৫(৫) টি সদস্য উপস্থিতি আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালকের জন্য সংরক্ষিত/সমর্থকেরা কর্তব্য এবং বিশেষ সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অফিসারের স্বাক্ষর এবং বিজ্ঞপ্তি অংশ হিসাবে নিচে সংযোজিত হল।

১. আলোচ্যসূচী পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখ: ১৯/০৫/২০২৫
হান: পাইকারা
আ/— সন্দীপ নিয়োজী
সমবায় পরিচালক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ
১. নির্বাচন ক্ষেত্র, পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য (উপস্থিতি থেকে উপস্থিতি দ্বারা কিংবা পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) সমিতির সমস্ত নির্বাচন কর্তব্য মধ্যপাড়া যোগাযোগ প্রকল্পের ২৮, নির্বাচন সূচি

ক্রম	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত পক্ষ/পরিচালক
১.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৯/০৫/২০২৫ (ইউপিও থেকে প্রকাশিত) ২০/৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয় ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর/অফিসার
২.	মনোনয়নপত্র/বিতরণ ও গ্রহণ	২১/০৫/২০২৫ ২২/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর/অফিসার
৩.	মনোনয়নপত্র/বিতরণ	২৩/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর/অফিসার
৪.	মনোনয়নপত্র/বিতরণ	২৪/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর/অফিসার
৫.	মনোনয়নপত্র/বিতরণ	২৫/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর/অফিসার
৬.	মনোনয়নপত্র/বিতরণ	২৬/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর/অফিসার
৭.	মনোনয়নপত্র/বিতরণ	২৭/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর/অফিসার
৮.	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও	২৮/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর/অফিসার
৯.	ভোটা গণনা	২৯/০৫/২০২৫	এ	ভোটা গণনা শেষ হবার অবধি	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর/অফিসার
১০.	ভোটারের ফল প্রকাশ	২৯/০৫/২০২৫	এ	ভোটা গণনা শেষ হবার অবধি	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর/অফিসার

৩. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৮ বছর হতে হবে এবং তার সমিতির সদস্য পদের বয়স অন্তত ৪৫ বছর হতে হবে। সমিতির কোন কোন সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া ভোটা দিতে পারবেন না, ২০০৬-এর নিয়ম এবং ২০১১-এর নিয়ম অনুযায়ী (১০) ও নিয়মাবলী, ২০১২-এর নিয়ম ৪(২) (নিয়মাবলী ২০১২) এবং ওয়েবসাইট কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশন এজেন্ট বা প্রকল্প-সমর্থকেরা কোনও পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোটাধিকার সময় তার সদস্য পরিচয়পত্র প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তি নির্দেশ সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌঁছালে নির্বাচন কার্যক্রম বাতিল হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ প্রদান নিয়ে ভোটা দিতে পারবেন।
৭. প্রার্থী মনোনয়ন পত্র বালা এবং ইংরেজি উক্ত ভাষায় না লিখেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৮. ওয়েবসাইট কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ এর নিয়ম অনুযায়ী ভোটারের প্রার্থীর নাম বালা ও ইংরেজি উক্ত ভাষায় লেখা থাকবে এবং নাম ইংরেজি বর্ণমালায় লিখতে হবে।
৯. কোন সদস্য ভোটার / প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আ/— শ্রী সন্দীপ নিয়োজী
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, অফিসার,
পাইকারা রুদ্রাধা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
তারিখ: ১৯/০৫/২০২৫
হান: পাইকারা

পাকড়ী রাধানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং ১০/এইচ জি তা-১১-০২-১৯৬৬
গ্রাম + পোস্ট- পাকড়ী, থানা- পাড়ুয়া, জেলা-হুগলী
প্রতিনিধি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা পাকড়ী রাধানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্যকে জানানো হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন (২০০৬) ও নিয়মাবলী (২০১১) অনুযায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইনের বিধি, ২০১২ মোতাবেক সমিতির প্রতিনিধি (ডেপুটি) নির্বাচন আগামী ২৯ জুন, ২০২৫, রবিবার, বেলা ১১ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত সমিতির প্রধান কার্যালয় ও শিবিরই শাখা অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে ৮-টি নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে মোট ৭৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। ৩০ ও ৩১ মে, ২০২৫ মনোনয়নপত্র পেশ এবং ২ জুন, ২০২৫ মনোনয়ন পরীক্ষা হবে। ৩ জুন, ২০২৫ বেলা ৩ টা পর্যন্ত প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করা যাবে। প্রত্যাহার শেষে ওই দিনই চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে।
এই নির্বাচন সংক্রান্ত বিশদ বিজ্ঞপ্তি/নির্দেশ নির্বাচনক্ষেত্রের বিবরণ, প্রতিনিধি সংখ্যা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ সমিতির কার্যালয়ে সদস্যদের অবগতিতে জন্য প্রদর্শিত রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য সমিতির নির্বাচিত কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
সমিতির সকল সদস্যকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
আ/— প্রার্থী পক্ষে
সহকারী নির্বাচনী আধিকারিক
তারিখ: ২০/০৫/২০২৫
পাকড়ী রাধানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

RABIBHAG S.K.U.S. Ltd.
P.O. Rabibhag, P.S. Bagnan, Dist. Howrah
Regn. No. 05, dated- 03.08.76
NOTICE
As per order of the Returning Officer of Rabibhag S.K.U.S. Ltd. and ARCS, Howrah Range it is hereby notified for information to all the members of the Rabibhag S.K.U.S. Ltd. (Regn No-05, Dated 03.08.76) that a Special General Meeting of the Society will be held on 09.06.2025 at 11:00 A.M. at the premises of the Registered Office of the Society (i.e. P.O & P.S-Bagnan, Howrah-711303) under section 31 of WBCS Act 2006 to transact the following agenda:
1. Election to the Board of Directors of Rabibhag S.K.U.S.Ltd.(Election Schedule is attached below).
All the members of the above noted Society are requested to attend the Special General Meeting on the scheduled date and time positively and to take part in the election to the Board of Directors of the Society.
Pritha Chakraborty
Inspector of Co-Operative Societies
Bagnan-II Block
SCHEDULE FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS
Memo no. 04/BOD Election/2025
Date: 16.05.2025
In pursuance of W.B. Co-operative Election commission Regulation-2012 & Order no. 907/11-06-12, dated-23.07.24 of the Returning Officer, Rabibhag S.K.U.S.Ltd.& ARCS, Howrah Range all the members are hereby notified that the Election of the Board of Directors of the above mentioned Society will be held on 09.06.2025 (Monday) as per the following schedule.
Number of Directors to be elected: 09 out of which 02 (two) are reserved for women and 01 (One) for SC/ST.

S.No.	Programme	Date	Time	Place	Authorised person
	Publication of final voter list		Already Done		
1	Issue of Nomination papers	26.05.25- 27.05.25	11.00 a.m. to 11.00 p.m.	Society's Office	Mrs. Smritikana Dolui, Manager, Rabibhag S.K.U.S.Ltd.
2	Submission of Nomination papers	26.05.25- 27.05.25	11.00 a.m. to 3.00 p.m.	Society's Office	Mrs. Smritikana Dolui, Manager, Rabibhag S.K.U.S.Ltd.
3	Scrutiny of Nomination Papers	29.05.25	From 12:00 (Noon)	Society's Office	ARO
4	Publication of list of Valid Nominations	29.05.25	Immediately after scrutiny	Notice Board of the Society	ARO
5	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	30.05.25	Upto 3:00 p.m.	Society's Office	Mrs. Smritikana Dolui, Manager, Rabibhag S.K.U.S.Ltd.
6	Publication of Final List of Contesting Candidates	30.05.25	After 3.00 p.m.	Notice Board of the Society	ARO
7	Election (if required)	09.06.25	11.00 a.m. to 2.00 p.m.	Society's Office	Polling Personnel
8	Counting of Votes & Publication of Results	09.06.25	After completion of Poll	Society's Office	Polling Personnel & ARO

N.B.- 1) Eligibility for being elected as Director: As per WBCS Act 2006 and Rules 2011 as amended up to date.
2) At the time of Election of the BOD, voters have to produce a photo ID Card as recognized by the Election Commission of India.
3) Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination paper (if applied for SC/ST reservation) and original to be produced before the ARO at the time of scrutiny.
Date: 16.05.25
Assistant Returning Officer
Rabibhag S.K.U.S.Ltd.

NABAGRAM PEOPLES' CO-OPERATIVE CREDIT BANK LTD.
(Regd.No.49, Dated 14-06-1962)
11, VIVEKANANDA ROAD, NABAGRAM, DIST: HOOGHLY, PIN- 712246, WEST BENGAL

SCHEDULE OF ELECTION OF 56 (FIFTY SIX) NO.S OF DELEGATES OF THE BANK				
S.N.	Particulars	Date	Time	Place
1	Issue of Nomination Papers	27-05-2025 & 28-05-2025	12 pm to 3.00 pm By the ARO	At the Registered Office of the bank
2	Submission of Nomination Papers	27-05-2025 & 28-05-2025	12 pm to 3.00 pm By the ARO	At the Registered Office of the bank
3	Scrutiny of Nomination papers	30-05-2025	12 Noon	At the Registered Office of the bank
4	Publication of list of valid Nominations	30-05-2025	Immediately after scrutiny	On the Notice Board of the Registered Office of the bank
5	Last Date of withdrawal of Nomination Papers	31-05-2025	Up to 3 pm.	At the Registered Office of the bank
6	Publication of the List of contesting candidates	31-05-2025	After 3 pm.	On the Notice Board of the Registered Office of the bank
7	Election of the Delegates (in case of election is held)	15-06-2025	12 pm to 4 pm.	1.Nabagram High School 2.Nabagram Hiralal Paul Balika Vidyalaya 3.Nabagram Vidypath
8	Counting of Votes (in case of election is held)	15-06-2025	Immediately after the closure of poll	1.Nabagram High School 2.Nabagram Hiralal Paul Balika Vidyalaya 3.Nabagram Vidypath
9	Publication of the result of election (in case of election is held)	15-06-2025	Immediately after the counting is over	At the above High Schools. & On the Notice Board of the Registered Office of the Bank

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে তৃণমূল কর্মীর গলা কেটে খুনের অভিযোগ

৭ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের মৃতের ছেলের



নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের মধ্যেই মালদায় তৃণমূল কর্মীকে ধাওয়া করে গলা কেটে খুন করার অভিযোগ উঠল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার রাত দশটা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার মহদিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোদুয়ারি এলাকায়। বাড়ি থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে যাওয়ার পথেই ওই তৃণমূল কর্মীকে সশস্ত্র বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ধারালো হাঙ্গুয়া দিয়ে গলা কেটে খুন করে বলে অভিযোগ। রাতেই এই ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতসেহটি উদ্ধারের পর রাতেই মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। এই ঘটনায় হামলাকারী মূল অভিযুক্ত লালচাঁদ ঘোষের স্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। বাকি হামলাকারীদের খোঁজ শুরু করেছে

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পাশাপাশি বাবাকে খুনের ঘটনায় সাত জনের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ছেলে সুজন ঘোষ।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম সুবল ঘোষ (৫০)। তার বাড়ি মহদিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোদুয়ারি এলাকায়। এদিন রাত দশটা নাগাদ একটি অনুষ্ঠান নেমস্তম্ভ খেতে যাচ্ছিলেন সুবলবাবু। বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে একদল দুষ্কৃতী রীতিমতো রাস্তার পথবাতির আলো নিভিয়েই ধারালো হাঙ্গুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করে ওই তৃণমূল কর্মীকে। মৃতের ছেলে সুজন ঘোষ পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, হামলাকারী লালচাঁদ ঘোষ, বাপি ঘোষ, হদয় ঘোষ, বিজয় ঘোষ ও তার দলবল , এরা প্রত্যেকে বিজেপির সক্রিয় কর্মী। দীর্ঘদিন ধরেই বাবাকে তারা দলে টানার চেষ্টা চালাচ্ছিল।

মহদিপুর এলাকায় বাবা সুবল ঘোষের একটি দলীয় প্রভাব রয়েছে। মূলত বাবার জন্য গত লোকসভা ভোটে এখানে তৃণমূলের কয়েকটি বুথে ভালো ফল হয়েছিল। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই এখন থেকেই ওরা আমার বাবাকে দলে টানার জন্য নানান ভাবে প্রলোভন দেখিয়েছিল। কিন্তু কোনোভাবেই তৃণমূল ছাড়তে চায়নি আমার বাবা। এরপরই বদলা নিতে রীতিমতো পরিকল্পনা করে গলা কেটে বাবাকে খুন করা হয়েছে।

মৃতের এক শ্যালক শুভঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন, রাজনীতির বাইরে জমাইবাবু গোরুর দুধ ও ছানার কারবার করতেন। তবে তাঁকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই হামলাকারীরা খুন করেছে। ঘটনার সময় ছয় থেকে সাতজন দুষ্কৃতী আগে থেকেই ওরা রাস্তার পথবাতি নিভিয়ে রেখেছিল। ফলে এটা যে পরিকল্পনামাফিক খুন, তা বোঝা যাচ্ছে। শুধুমাত্র তৃণমূল করার অপরাধেই এভাবেই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা খুন করল জমাইবাবুকে। পুরো ঘটনার ব্যাপারে পুলিশকে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। তৃণমূলের জেলার মুখপাত্র আশিস কুণ্ড বলেন, মৃত সুবলবাবু তৃণমূল দল গঠন হওয়ার পর থেকেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করে এসেছেন। এদিন তাকে পরিকল্পনা করে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা খুন করেছে। পুলিশ সুপারকে বলেছি অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গাঙ্গুল বলেন, ভিত্তিহীনভাবে বিজেপির নাম জড়ানো হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ পারিবারিক একটি পুরনো বিবাদ।

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, এই খুনের ঘটনায় এক হামলাকারীর স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

সেনা জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতে মিছিল আরামবাগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে নিয়ে সোমবার গুলগির বিজেপি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার কার্যালয় দৌলতপুর থেকে একটি ‘তিরঙ্গা যাত্রা’র আয়োজন করা হয়েছিল। এই মিছিলে সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা তারা জাতীয় পতাকা নিয়ে শহর পরিভ্রমণ করে। উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত কুমার বেরা, পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ, আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ, সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি উপাসক দে, পুরমণ্ডলের সভাপতি সুমন তিওয়ারি, প্রাক্তন সভাপতি কার্তিক দত্ত থেকে শুরু করে হাজার বিজেপি কর্মীরা। জেলা সভাপতি সহ বিধায়ক বিমান ঘোষ তাঁরা ভারতীয় সেনা ও দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এ বিষয়ে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ জানান, ভারতের লক্ষ্য সন্ত্রাস দমন করা। পাকিস্তান বরাবরই সন্ত্রাসে মদত দিয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি



সেই সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে বন্ধপরিকর। তার নেতৃত্বে ভারতবর্ষ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যাত করা হয়েছে। জঙ্গি দমন চলছে। এই জঙ্গি দমনে বীর সেনাদের অবদান অপরিসীম। তাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে এই মিছিল। অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই চলবে। সন্ত্রাসবাদ ভারত বরদাস্ত করবে না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনা জওয়ানদের অবদান ভারতবর্ষ কানিওদিনই ভুলবে না। সেনা জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতেই এই মিছিল।

রান্নার গ্যাস অবৈধভাবে পাচার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: ১০৬ টি রান্নার গ্যাস অবৈধভাবে পাচার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার তিন। রবিবার হাবড়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় হাবড়া বদর এলাকা থেকে ইছাপুর রোড ধরে একটি গ্যাস বোঝাই ৪০৭ গাড়ি যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ইছাপুর উদয়নপল্লি এলাকায় শুরু করে নাকা চেকিং, গাড়িটি আটক করে পুলিশ। গাড়ি চালক সান্দ্রি হোসেন বাড়ি রহড়া থানা এলাকাসি সাহেব এলাকা। গাড়ির বাড়ি হিঙ্গলগঞ্জ থানা এলাকায়। দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ গাড়িতে থাকা দুজনকে। গ্যাসের কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেন না আটক করে নিয়ে আসা হয় হাবড়া থানায়। বাজেয়াপ্ত করা হয় গাড়ি-সহ ১০৬ টি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার। গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে হাবড়া থানার বদর এলাকার গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর কমল দাসের গ্যাস নিয়ে তারা যাচ্ছিল, সেই মতো কমল দাসকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

নয়াগ্রামে বনাধিকার কমিটির ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নয়াগ্রাম ব্লকের বনাধিকার গ্রাম সভা মোর্চার পক্ষ থেকে নয়াগ্রাম বিডিও-কে দুটি প্রধান দাবিকে কেন্দ্র করে একটি প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেয়। বনাধিকার আইন ২০০৬ অনুযায়ী গঠিত গ্রাম সভাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত এই মোর্চা ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ও বিনপুর-২ ব্লকের প্রায় ২০টির বেশি আদিবাসী গ্রামে সচেতনতা ছড়িয়ে দিয়ে ১৫টি গ্রাম সভার পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দাবির আবেদন জমা দেয়। এই দাবিগুলির অনুলিপি জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে পাঠানো হলেও ২০২০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। হব্বার লিখিত অভিযোগ ও আবেদন করলেও সমস্যা নিরসন হয়নি। এমনকি তথ্য অধিকার আইনে জানতে চাওয়া হলেও তথ্য ঘাটাই চলছে বলা হলেও বাস্তবে তার প্রমাণ দেখা যায়নি।

২০১৭ সালে খুনের চেষ্টা, মারধর সহ একাধিক ধারায় মামলা হাইকোর্টে জামিন মিলল ১২ জন তৃণমূল নেতা ও কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রায় দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে জেলে বন্দি থাকার পর হাইকোর্টে জামিন মিলল ১২ জন তৃণমূল নেতা ও কর্মীর। গত ২৮ মার্চ ২০১৭ সালের মামলায় বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কাকলিতা গুপ্তের তিরস্কার কাণ্ডও এবং ৫০০০ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছিল বর্ধমানের ফাস্ট ট্রাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক অরবিন্দ মিশ্র। একই সঙ্গে ওই মামলায় বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের যুব সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মধাঙ্ক মানস ভট্টাচার্য, লের নেতা শেখ জামাল, কার্তিক বাগ সহ ১২ জনকে ১০ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। ২০১৭ সালে খুনের চেষ্টা, মারধর সহ একাধিক ধারায় মামলায় বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা বর্ধমান ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কাকলিতা গুপ্ত, ব্লকের যুব সভাপতি মানস ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত প্রধান কার্তিক বাগ এবং রায়ান ১ নম্বর অঞ্চলের সভাপতি শেখ জামাল সহ ১২ জনকে গত ২৪ মার্চ দোষী সাব্যস্ত করেন বর্ধমানের ফাস্ট ট্রাক



সেকেন্ড কোর্টের বিচারক অরবিন্দ মিশ্র। সেদিনই আদালত থেকে সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়ার পথে অসুস্থতাবোধ করে কাকলিতা গুপ্তকে নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে। বুকে তীব্র ব্যথা ও ইসিজি রিপোর্টে সমস্যা থাকায় সেখান থেকে কাকলিতা গুপ্ত-কে নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের উন্নয়ন অনাময় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। পাশাপাশি কাকলিতা

অমৃত ভারত স্টেশন পানাগড়, ২২ তারিখে হবে ভার্টুয়াল উদ্বোধন

পরিদর্শন করলেন রেলের আধিকারিকরা

সৃজিত ভট্টাচার্য ● কাঁকসা

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্টেশনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেশন হল পানাগড় স্টেশন। যার কারণে পানাগড় স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশনের আওতায় আনা হয়। সেইমতো ২০২৪ সাল থেকে শুরু হয় এই স্টেশনের কাজ। আগামী ২২ তারিখে পানাগড় স্টেশন সহ ভারতের মোট ১০৩ টি স্টেশনের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। যার মধ্যে রয়েছে আসানসোল ভিভিশনের মধ্যে পানাগড় ও শঙ্করপুর স্টেশন।

পানাগড় স্টেশনের এক ও দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝেই করা হয়েছে অস্থায়ী ছাউনি। আগামী ২২ তারিখে সেখানে জায়েন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে এলাকার বাসিন্দাদের এবং ট্রেনের যাত্রীদের সরাসরি উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেখানো হবে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে সেই অস্থায়ী ছাউনি তৈরির কাজ। অন্যদিকে অমৃতভারত স্টেশন হওয়ার পর পানাগড় স্টেশনের উন্নতিকরণ ও সৌন্দর্যায়নের কাজ কর্তা হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে সোমবার বিকেলে পানাগড় স্টেশনে আসেন আসানসোল ভিভিশনের রেলের আধিকারিকরা। এদিন রেলের আধিকারিকরা পানাগড় স্টেশনের

কাজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সাংবাদিক বৈঠক করে রেলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পানাগড় স্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেশন। এই স্টেশনটিকে অমৃতভারত স্টেশনের আওতায় আনার পর দ্রুত কাজ শুরু হয়। সেই কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষ পানাগড় স্টেশনে রেলের পক্ষ থেকে যাত্রী সুবিধার জন্য কি কি ব্যবস্থা করেছে, সেই বিষয়ে অনেককেই অবগত হননি। যার কারণে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা তারা সাধারণ মানুষের কাছে পানাগড় স্টেশনে যাত্রীরা কি কি সুবিধা পাবেন এবং অমৃত ভারত স্টেশনের আওতায় আগামী দিনে আরও কি কি সুবিধা তারা পেতে চলেছেন সেই বিষয়ে সন্মেলনের আয়োজন করেছেন।

উল্লেখ্য, পানাগড় স্টেশনের একদিকে মেমন রয়েছে ভারতীয় স্থল বাহিনী সেনার ছাউনি, অপর প্রান্তে রয়েছে ভারতীয় বায়ু সেনার ছাউনি। ফলে সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের এবং তাদের পরিবারদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য আগেই পানাগড় স্টেশনে বহু দূর পাল্লা ট্রেনের স্টপেজ



করা হয়েছে। পানাগড় স্টেশনের মধ্যেই রয়েছে সাধারণ যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার। যাত্রীদের ওঠা নামার সুবিধার জন্য স্টেশনের দুই এবং তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে বসানো হয়েছে লিফ্ট। গোটা পানাগড় স্টেশনে এবং স্টেশন চত্বরে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা যা ভিডিও -র সঙ্গে শব্দ রেকর্ড করার রাতও পরিষ্কার ভিডিও তোলার সক্ষম। গোটা স্টেশন যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তার জন্য কয়েক মিটার দূরত্বেই

রাখা হয়েছে ডাস্টবিন। যাত্রীদের বসার জন্য অতিরিক্ত চেয়ারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি লাগানো হয়েছে পাখা, করা হয়েছে মোবাইল চার্জের ব্যবস্থা। যেহেতু পানাগড় স্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্টেশনে থাকছে রেল পুলিশের কড়া নজরদারি। স্টেশনের দুই ধারে থাকছে টিকিট কাউন্টারের ব্যবস্থা। যার কারণে যাত্রীদের অনেকটাই সুবিধা হবে। থাকবে অত্যাধুনিক টিকিট কাউন্টার।

প্রতিবেশীর হাতে খুন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথগঞ্জ: জায়গা বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর হাতে খুন হলেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রঘুনাথগঞ্জে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। বাড়ির পাঁচিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে রঘুনাথগঞ্জে দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যকে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মেনকা মণ্ডল (৪০)। তার বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার জগদানন্দবাটি গ্রামে। তিনি দফরপুর গ্রামপঞ্চায়েতের বিজেপির নির্বাচিত সদস্যা ছিলেন। তিনি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। রবিবার দুপুরে প্রতিবেশী কুড়ান মণ্ডলের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয়। তখন সদলবলে বাড়িতে ঢুকাও হয়ে গ্রাম



পঞ্চায়েতের সদস্যা সহ পরিবারের লোকজনকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। মেনকাদেবীকে উদ্ধার করে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আনা হলে সেখানেই রবিবার গভীর রাতে মৃত্যু হয়। ঘটনায় গুরুতর আঘাত পেয়ে দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, গন্ডগোলের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রতিবেশী কুড়ান মণ্ডলকে।

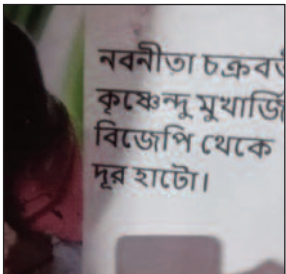
জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার সাউ বলেন, ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির সীমানা পাঁচিল দিচ্ছেলেন মৃত পঞ্চায়েত সদস্যা। এই নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ চলছিল। রবিবার দুপুরে পাঁচিল গাঁথার সময় উভয় পক্ষের মধ্যে চরম অশান্তি হয়। এরপরই প্রতিবেশীরা মেনকাদেবী ও তাঁর পরিবারের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। পঞ্চায়েত সদস্যের মাথায় গুরুতর চোট লাগে। মৃতের ছেলে অমিত মণ্ডল বলেন, ওরা আমাদের জায়গা দলল করে এসেছিল। আমরা বাধা দেওয়ায় বাবা, মা, আমাকে ও আমার ভাইকে লোহার রড, শাবল দিয়ে গিটিয়েছে। বাবা, ভাই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

পুরপিতার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাতে বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে বা যে কোনো সমস্যায় অ্যাপের মাধ্যমে জানান কাউপিলকে। সঙ্গে সঙ্গে দিলবে সমাধান। ওয়ার্ডের মানুষকে আরও বেশি পরিষেবা পৌঁছে দিতে পুরপিতার পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা রবিবার উদ্বোধন করলেন ‘হ্যালো কাউপিল আপ’। শুধু তাই নয় সোশ্যাল মিডিয়ায় বাড়তে থাকা জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে ওয়ার্ডের মধ্যেই বানানো হল ‘আই লাভ ওয়ার্ড ১৩’ নামে ‘সেলফি জোন’। এই সব কাজই করলেন নিজের আর্থিক খরচে। এর পাশাপাশি বারাসাতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর বিধায়ক তহবিলে প্রায় ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ব্যয়ে বসানো হল ‘হাইমাস লাইট’। আর এই সব কিছুই উদ্বোধন পৃথক পৃথক করে করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রশ্মি ঘোষ, বারাসাতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ও বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশ্বিনি মুখার্জি। সকলেই পুরপিতার এই কাজকে ব্যতিক্রমী আখ্যা দিয়ে তার প্রশংসা করেন। ডাঃ সুমিত কুমার সাহা জানান, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডটি দীর্ঘদিন বামেদের দখলে ছিল। ফলে সে অর্ধে উন্নয়ন তেমন কিছুই হয়নি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ও দলের সভভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায় সর্বদাই মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন।

বিজেপির গোষ্ঠী কোন্ডল, পোস্টার পড়ল শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের বারাসাতের বিজেপির গোষ্ঠীকোন্ডল প্রকাশ্যে শহরে। পোস্টার পড়ল বারাসাত এলাকা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সদর বারাসাত শহর ও বিজেপির দলীয় কার্যালয় রাজ্য নেতৃত্ব ও জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পোস্টার দিয়ে দল থেকে সরানোর আবেদন। বারাসাত মহিলা মোর্চা নেত্রী নবমিতা চক্রবর্তী ও উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগীয় ইনচার্জ কৃষ্ণেন্দু মুখার্জির ছবি দিয়ে পোস্টারে বিভিন্ন রকম কুসংস্কৃতিক মন্তব্য এবং এদেরকে নেতৃত্ব ও জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব বিজেপির একাংশ। এই পোস্টারই সোমবার দেখা গেল বারাসাত শহরের নপাড়া, হোলাবততলা, কলেনি মোড় সহ হরিতলা সলগঞ্জ বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সদর দপ্তরে। আর বিজেপির এই গোষ্ঠী কোন্ডলকে নিয়ে ইতিমধ্যেই নিন্দা করতে শুরু করেছে বিরোধীরা। তৃণমূল কংগ্রেসের বারাসাত সাংগঠনিক জেলার অডিএনটিটিউসি’র সভাপতি তাপস দাশগুপ্তের দাবি, বিজেপি কোনও রাজনৈতিক দলই নয়, বিজেপি একটি ধর্মিক দল। তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আগেও প্রকাশ্যে এসছে। এখনও আসছে এটি



কোনও নতুন বিষয় নয়। ভোটের আগে এ ধরনের গোষ্ঠী কোন্ডল আরও প্রকাশ্যে আসবে বলে তার দাবি। অন্যদিকে, সিপিআইএমের নেতৃত্ব ও জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পোস্টার দিয়ে দল থেকে সরানোর আবেদন। বারাসাত মহিলা মোর্চা নেত্রী নবমিতা চক্রবর্তী ও উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগীয় ইনচার্জ কৃষ্ণেন্দু মুখার্জির ছবি দিয়ে পোস্টারে বিভিন্ন রকম কুসংস্কৃতিক মন্তব্য এবং এদেরকে নেতৃত্ব ও জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব বিজেপির একাংশ। এই পোস্টারই সোমবার দেখা গেল বারাসাত শহরের নপাড়া, হোলাবততলা, কলেনি মোড় সহ হরিতলা সলগঞ্জ বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সদর দপ্তরে। আর বিজেপির এই গোষ্ঠী কোন্ডলকে নিয়ে ইতিমধ্যেই নিন্দা করতে শুরু করেছে বিরোধীরা। তৃণমূল কংগ্রেসের বারাসাত সাংগঠনিক জেলার অডিএনটিটিউসি’র সভাপতি তাপস দাশগুপ্তের দাবি, বিজেপি কোনও রাজনৈতিক দলই নয়, বিজেপি একটি ধর্মিক দল। তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আগেও প্রকাশ্যে এসছে। এখনও আসছে এটি

নিজের ‘গড়’ বলেই পরিচিত হাওড়াতেও ছেলের প্রচারে মিসিং টুটু বসু, বাড়ছে জল্পনা

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ফাদে পড়িয়া বগা কাদে রে। বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় কমেডি সিনেমা। বাগানে সেই কমেডি শো'ই বোধহয় দেখাচ্ছেন সৃঞ্জয় অ্যান্ড কোং। বাগান নির্বাচনী প্রচারে দোদার চলছে গানের আসর। যেখানেই যাচ্ছেন বাগান ভক্তদের মন ভোলাতে সেখানেই পুরপিতাদের ভিড়। তিনি দাঁড়ানেন ঘোষণা করেছেন সচিব পদে। বাকি পদে কী তাহলে গোটা ভূগমূল? কাজের লোক নেই। সিনেমার নামটা বলারও একটা অর্থ আছে। আসলে, এই বগার ভূমিকায় যেন টুটু বসুকেই দেখা যাচ্ছে। ছেলে সৃঞ্জয়ের হয়ে প্রচার সারতে মোহনবাগান সভাপতি পদে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, সভাপতি পদে থেকে কিছুতেই কোনও পক্ষের হয়ে প্রচার সারবেন না। নৈতিকতার প্রশ্ন। কিন্তু মোক্ষমভাবে যে ফাঁসে ঝাঁপেন তা কে জানত? মোহনবাগানে পরপর দু'বার কার্যকরী সভায় সদস্যরা কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারেননি।



বাবাকে পাচ্ছেন না কোনও প্রচারেই। নির্বাচনী সভায় নিজের হয়েই গলা ফাটাচ্ছেন সৃঞ্জয় বসু। পিছনে বসে হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবার? না পারছেন ঢোঁক গিলতে, না ওগরাতে। রবিবার হাওড়ার বাগানের জনসভার মধ্যে দিয়েই এবার প্রচার শুরু

করবেন এমনটাই শোনা গিয়েছিল। সকালে আবার পাইকপাড়ার মোহিত মঞ্চে ছিল জমকালো তারকাখচিত শিল্পীদের অসুষ্ঠান।

না, কোনওটাতেই তাঁকে দেখা যায়নি। হাওড়া টুটু বসুর ‘গড়’ বলেই পরিচিত। কিন্তু সেখান থেকে শুরু হবে এই টুর্নামেন্টে। চলবে ২৮ জুন অবধি। সোমবার কলকাতার বাইপাসের ধারে এক অভিজাত হোটেলের হয়ে গেল সৃঞ্জয়ের ড্রাক্ট। উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামীরা। অভিমুখী দ্বন্দ্ববর্গ, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ ভারতীয় এ দলের হয়ে ইংল্যান্ড সফরে যাবেন। ফলে তাঁদের ফ্র্যাঞ্চাইজিরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তা লাম্ব কবলে পদক্ষেপ করল সিএবি। রিটেনশন উইথ কন্ডিশনাল রিটেনশনমেন্টের মাধ্যমে। ফলে পরিবর্ত ক্রিকেটার নিতে পারবে দলগুলি। তবে ওই তিন ক্রিকেটার যদি ইংল্যান্ড

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলতে চান শামি, ড্রাক্টের আসরে সৌরভ-ঝুলনরা



বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের প্লেয়ার ড্রাক্ট হয়ে গেল। ছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামী প্রমুখ।

সফরের পর দেশে ফেরেন, তাঁরা খেলতে পারবেন সংশ্লিষ্ট দলগুলির হয়ে। যুধাজিৎ গুহ, রাহুল প্রসাদরাও বিসিসিআইয়ের সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে থাকায় পুরো টুর্নামেন্টে খেলতে পারবেন না। আপাতত শিলিগুড়ির হয়ে অনুষ্ঠিত মজুমদার, মালদহের হয়ে ঈশান পোডেল, রাঢ় টাইগার্সের রবি কুমার খেলার সুযোগ পাবেন।

৮টি দল ড্রাক্টের আগে ৫

জন করে ক্রিকেটার ধরে রাখার সুযোগ পেয়েছিল। ৯০-এর বেশি ক্রিকেটার থাকছেন দলগুলিতে। অন্তত দুজন করে অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটার রাখতে হচ্ছে দলগুলিকে। প্রথম একাদশে রাখতে হবে তাঁদের একজনকে। আইপিএলের ফাঁকে এদিনের ড্রাক্টের আসরে হাজির ছিলেন অভিষেক পোডেল, মুকেশ কুমার। ড্রাক্ট চলাকালীন রাস ছবির টিজার প্রকাশ করা হয়। রাসের টি শর্ট প্রকাশ করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছিলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার, রণজয় বিশ্ব, সুদীপ মুখোপাধ্যায়-সহ ছবির কলাকুশলীরা।

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodh, Shikarpur Gram Panchayat (Under Karimpur- II Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. NIET No. 02/5th SFC/SGP/2025-26, 05/15th CFC-TIED/SGP/2025-26, 06/15th CFC-UNTIED/SGP/2025-26, Last date of submission 27.05.2025 upto 3pm. For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodh, Shikarpur Gram Panchayat.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. : UKM/PWD/043(e)/2024-25, Date- 04/03/2025. 1. Renovation of Roof shed at SWM plant (waste storage, segregation and processing yard) at Makhla, Ward No.20 under Uttarpara-Kotrung Municipality. The bid Submission Closing date is hereby extended up to 12-04-2025 in place of 03-04-2025. Date Corrigendum published. For Details : www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality

TENDER NOTICE
N.I.T No. Name of Work
WB/MAD/ULB/ RSM/47/25-26 Supply of various stationary (printed and not-printed) items for Rajpur-Sonarpur Municipality for the financial year 2025-2026.
Bid Submission and date: 07.06.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit <http://www.wbtenders.gov.in>
Sd/- EO, Rajpur-Sonarpur Municipality

Notice e-Tender
The Prodh Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for NIET No.:05/PRODHAN/GARIBPUR GP/2025-26. (FOR-1 Nos)WORKS) Dated: 19/05/2025. Last date of Bid submission 27.05.2025 upto 02:00 Hours. For details please visit website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodh Garibpur G.P. DOMKAL BLOCK, MURSHIDABAD

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএনজিবি-০২/২৫-২৬ (৫নং), তারিখ: ১৫.০৫.২০২৫। চিহ্ন ওয়াক মালোজার, পূর্ব রেলওয়ে প্রাকশন, কার্যপাড়া, কাজেজ/সোকা মকদ্দম, উত্তর ২৪ পরগণা, ডাকঘর-কার্যপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পূর্বে বিশেষত রেলওয়ে/সিপিও/ডি/পিও/এইএস/সেচ অথবা যে কোনও সরকারি অধিদপ্তর সমস্ত সরকারি কাজ সম্পাদনা করার পাণ্ডা অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ নারী কন্ট্রাক্টরদের থেকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: টেন্ডার নং: ডব্লিউ-০২-২৫-২৬, কাজের নাম: কার্যপাড়া প্রাকশন-রেলওয়ে মিজ্জ গ্রাইমারী ব্লক, কার্যপাড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং নবীকরণ। টেন্ডার মূল্য: ১,১২,৯৭,৩২২.৩২ টাকা। বারান মূল্য/বিড সিকিউরিটি * ₹ ২,০৬,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (অফেরতযোগ্য): শূন্য। এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার সময়সীমা: ১২ মাস। টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়: ১০.০৬.২০২৫। রেলওয়ে বোর্ডের ভাইড এল. নং ২২০/সিও-১/সিও/৩/সিও/সিও/সিও তারিখ ৩০.১২.২০২০ অনুযায়ী, নির্দেশ দেওয়া আছে যে ৩১.১২.২০২১ পর্যন্ত যে কোনও কাজের টেন্ডারের জন্য কোনও প্রকার ইএমটি নেওয়া যাবে না। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও পরবর্তী নির্দেশ না আসায় সেই জন্য ইএমটি নির্দেশ দেওয়া দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজের পরিধি সাংকেতিক মাত্র। অর্থনৈতিক বিবরণ ইতিমধ্যে রেলওয়ে ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআইপিএস) অর্থাৎ <https://www.ireps.gov.in>-তে দেখা যাবে। বিজ্ঞানের সময়সীমা: সময় যখন টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য সকল তথ্য পাওয়া যাবে কিন্তু অফার জমা করা যাবে না। অফার জমা করার সময়সীমা: টেন্ডার খোলার তারিখের পরের দিন আগে থেকে যখন টেন্ডারখোলার তারিখ অফার জমা করতে পারবেন। টেন্ডার ১০.০৬.২০২৫ তারিখ পূর্ব ২ টায় বন্ধ হবে এবং খোলার আর্থিকারিক এবং নেট আকসেসিসলিটিস উপলব্ধতা অনুযায়ী ওই এই তারিখ পূর্ব ২টা ৩০ মিনিটের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। MIS-66/2025-26 পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.indianrailways.gov.in www.ireps.gov.in -এ ৫ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide NIET No. 01/PGP/15th. FC/2025-26 (UN Tied), NIET No 02/PGP/15th. FC/2025 -26 (Tied), NIET No 03/PGP/15th. SFC/2025- 26. by the Prodh, Paharpur Gram Panchayat. Last date of application 26.05.2025 up to 5.00P.M. Intending bidders may download tender documents from <http://wbtenders.gov.in> or Notice board of the Paharpur Gram Panchayat, Raninagar-I, Murshidabad for details.
Sd/- Prodh, Paharpur Gram Panchayat

Sd/- PRODHAN KATABARI GRAM PANCHAYAT Katabari, Jalangi, Murshidabad

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tendersare invited by the authority of Beldanga Municipality for–

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Total Estimated Amount(In Lakh)	Last date for submission
1.	Construction of 23 no. works (C. C. Roads, PCC Roads with RCC Drain, C. C. Roads with Drian) at Ward No. 1, 5, 6, 7, 9 and 12 within Beldanga Municipality under PMAY-HFA(U) ID works for F.Y. 2018-19	WB/MAD/ULB/ BEL/NIET- 01/2025-26	96.34	28.05.2025 at 2.00 PM

For details visit - www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in

সানরাইজার্স আইপিএল থেকে ছিটকে দিল পন্থের লখনউকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল থেকে ছিটকে গেল লখনউ সুপার জায়ান্টস। সোমবার নিজদের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে ১০ বন বাকি থাকতে ৬ উইকেটে পরাস্ত সঞ্জীর গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন দল। ফলে চতুর্থ দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করার মূল লড়াই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে।

টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। মিচেল মার্শের ৬৫, এইডেন মার্কামের ৬১ ও নিকোলাস পুরাণের ৪৫ রানে ভর তুলে ফেলে। করোনা আক্রান্ত ট্রাভিস হেড এই ম্যাচে খেলতে পারেননি। ম্যাচের সেরা অভিষেক শর্মা চারটি চার ও ৬টি ছয়ের



২০২৫ ফিফা আন্তর্জাতিক উইভার জন্য ভারতের সিনিয়র ফুটবল দলের অনুলীন শুরু নিউটাউনের এনসিই গ্রাউন্ডে। আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে সুনীল ছেরী।

আমার দেশ আমার দুনিয়া

সঞ্জয় রাউতকে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা শরদের

মুম্বই, ১৯ মে: পাকিস্তানের মুখোশ খুলতে বিদেশে ভারতের প্রতিনিধি দল পাঠাবে ভারত। কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্তকে রবিবার কটাক্ষ করেছিলেন শিবসেনা (উজ্বল গোষ্ঠী) নেতা সঞ্জয় রাউত। একদিন পর সোমবার রাউতকে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিলেন এনসিপি (শরদ গোষ্ঠী) প্রধান শরদ পাওয়ার। বলেন, ‘সবার আগে দেশ। স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে সব

‘অবৈধ অনুপ্রবেশ’ রুখতে ভারতীয় ট্রাভেল এজেন্সিগুলির উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা

ওয়াশিংটন, ১৯ মে: ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর বদলে গিয়েছে সে দেশের অভিবাসী নীতি। ইতিমধ্যে কয়েকশো ‘অবৈধ অভিবাসী’ ভারতীয়কে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। এবার ভারতীয় ট্রাভেল এজেন্সিগুলির কর্তৃপক্ষ এবং শীর্ষ আধিকারিকদের উপরেও ভিসা নিষেধাজ্ঞা চাপাল আমেরিকা। যেহেতু তারাই মার্কিন মূলকে ভারত থেকে ‘অবৈধ অনুপ্রবেশ’ দায়ী বলে মনে করছে হোয়াইট হাউজ।

সোমবার মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, আমাদের দূতাবাস এবং

উপদূতাবাসগুলি প্রতিদিন কাজ করে অবৈধ অভিবাসন, মানব পাচার এবং পাচারের কাজে সহায়তাকারী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে। আরও বলা হয়েছে, ভারতে অবস্থিত এবং পরিচালিত ট্রাভেল এজেন্সিগুলির মালিক, নির্বাহী এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তর স্পষ্ট করেছে, এরাই সে দেশের অবৈধ অনুপ্রবেশের জন্য দায়ী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে আসার পরই দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ট্রাম্প প্রশাসন। সেই

মন্দারমণিতে স্পোর্টস মিউজিয়াম



ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব ও আমার ট্রি গ্রুপের উদ্যোগে সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণিতে স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধন হল। আন্দ্রে রাসেলের হেলমেট, স্বাক্ষরিত স্ট্রাইকিং ব্যাটিং গ্লাভস, অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকারের জার্সি, ২০২৪ সালে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কেকেআরের পুরো দলের স্বাক্ষর করা জার্সি, মহেন্দ্র সিং ধোনির জার্সি থেকে শুরু করে ক্রীড়া

জুনিয়র অনূর্ধ্ব ১৫ খেতাব মোহনবাগানের



বৃষ্টির কারণে ম্যাচের ওভার কমিয়ে ৬৫ করা হয়। ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করতে মাঠে হাজির ছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস

আমার দেশ আমার দুনিয়া

সঞ্জয় রাউতকে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা শরদের

মুম্বই তুলে ধরতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা উচিত। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও তাঁল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে জাতিসংঘে যে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন, সেই দলের সদস্য ছিলেন শরদ। এদিন এই প্রসঙ্গটিও তিনি উত্থাপন করেন।

‘অবৈধ অনুপ্রবেশ’ রুখতে ভারতীয় ট্রাভেল এজেন্সিগুলির উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা

উপদূতাবাসগুলি প্রতিদিন কাজ করে অবৈধ অভিবাসন, মানব পাচার এবং পাচারের কাজে সহায়তাকারী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে। আরও বলা হয়েছে, ভারতে অবস্থিত এবং পরিচালিত ট্রাভেল এজেন্সিগুলির মালিক, নির্বাহী এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তর স্পষ্ট করেছে, এরাই সে দেশের অবৈধ অনুপ্রবেশের জন্য দায়ী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে আসার পরই দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ট্রাম্প প্রশাসন। সেই

এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়াতে পারে ভারত!

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়াতে পারে ভারত। ৬ দশকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা সেপ্টেম্বরে। ভারত আয়োজক। তবে বর্তমানে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক খেঁচানো দাঁড়িয়ে তাতে এশিয়া কাপ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এমনকী জুনে অনুষ্ঠেয় মেরোদের ইমার্জিৎ এশিয়া কাপ স্থগিত রাখা হতে পারে বলে খবর। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়েছেন মহসীন নাকভি, যিনি পাকিস্তানের মন্ত্রী। পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর সাফ জানিয়েছেন, ভারতের পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা উচিত নয়। এই আবহে ভারত এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়াতে বলে জোর চর্চা। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সিংহিয়া জানান, এখনও কিছু সিদ্ধান্ত হয়নি। এশিয়া কাপ-সহ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের অন্যান্য ইভেন্ট নিয়ে তাদের সঙ্গে কথাও হয়নি বিসিসিআইয়ের।

Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide NIET No. 01/PGP/15th. FC/2025-26 (UN Tied), NIET No 02/PGP/15th. FC/2025 -26 (Tied), NIET No 03/PGP/15th. SFC/2025- 26. by the Prodh, Paharpur Gram Panchayat. Last date of application 26.05.2025 up to 5.00P.M. Intending bidders may download tender documents from <http://wbtenders.gov.in> or Notice board of the Paharpur Gram Panchayat, Raninagar-I, Murshidabad for details.
Sd/- Prodh, Paharpur Gram Panchayat

Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide NIT No.-01/KGP/2025-26 of 15th F.C Memo No.-: 110/11(12)/KATA, Date:- 19-05-2025. by the Prodh, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of e-NIT 20/05/2025 AT 10:00 A.M. Last date of submission of bid (online) 28/05/2025 UP TO 05:00 P.M. Intending bidders may download tender documents from <http://wbtenders.gov.in> or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- PRODHAN KATABARI GRAM PANCHAYAT Katabari, Jalangi, Murshidabad

Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide NIT No.-01/KGP/2025-26 of 15th F.C Memo No.-: 110/11(12)/KATA, Date:- 19-05-2025. by the Prodh, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of e-NIT 20/05/2025 AT 10:00 A.M. Last date of submission of bid (online) 28/05/2025 UP TO 05:00 P.M. Intending bidders may download tender documents from <http://wbtenders.gov.in> or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- PRODHAN KATABARI GRAM PANCHAYAT Katabari, Jalangi, Murshidabad

Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide NIT No.-01/KGP/2025-26 of 15th F.C Memo No.-: 110/11(12)/KATA, Date:- 19-05-2025. by the Prodh, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of e-NIT 20/05/2025 AT 10:00 A.M. Last date of submission of bid (online) 28/05/2025 UP TO 05:00 P.M. Intending bidders may download tender documents from <http://wbtenders.gov.in> or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- PRODHAN KATABARI GRAM PANCHAYAT Katabari, Jalangi, Murshidabad

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে আজ দিল্লিতে মোহি সুপার কিংস মুখোমুখি হচ্ছে রাজস্থান রয়্যালসের। দুই দলের কেউই প্লে-অফে যেতে পারবে না। রাজস্থান রয়েছে পয়েন্ট তালিকার নম্বরে, ১০ ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে। ১২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সিএসকে আছে দশে। চলতি আইপিএলে প্রথম সাক্ষাতে গুয়াহাটিতে নিজদের হোম ম্যাচে স্বাগত্বাঞ্জ গায়াকোয়ান্ডের নেতৃত্বাধীন চেমাইকে ৬ রানে হারিয়েছিল রাজস্থান। দিল্লিতে হোম ম্যাচ খেলেবে সিএসকে। নজর থাকবে মহেন্দ্র সিং ধোনির দিকে।

কন্যাশ্রী কাপের সেমিফাইনালে সাদার্ন, প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কন্যাশ্রী কাপের সেমিফাইনালে উঠল সাদার্ন সমিতি। সেমিফাইনালে তারা খেলবে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। কোয়ার্টার ফাইনালে ২-০ গোলে হারাল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ স্পোর্টস ক্লাবকে। ২২ মিনিটে বর্ষা মাজি ও ৭৭ মিনিটে পিয়ালি রায় গোল করেন।



‘স্পেডেক্স’ মিশনে সফল ইসরো

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২৪-এর শেষের ঠিক আগের দিনে অর্থাৎ ৩০শে ডিসেম্বর ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে ভারতীয় সময় রাত ১০টা নাগাদ লঞ্চ করা হয় ‘স্পেডেক্স’ মিশন। এই ‘স্পেডেক্স’ অর্থাৎ স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্টের উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান দু’টো মহাকাশযানকে সংযুক্ত করা বা ডকিং এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করা বা আনডকিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যে প্রযুক্তি তাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। এই অভিযানে মূলত দু’টো ছোট মহাকাশযান রয়েছে- ‘এসডিএক্স-০১’ এবং ‘এসডিএক্স-০২’। এদের ওজন প্রায় ২২০ কেজি। এই দুটি মহাকাশযান বানাতে এবং অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য ভারতীয় মূল্যে আনুমানিক ১২৫কোটি টাকা এবং উৎক্ষেপণ যন্ত্রের জন্য আনুমানিক ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এদের প্রত্যাশিত অভিযানের মোয়াদ দুই বছর পর্যন্ত বলেও আশা করছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা।

সূত্রে খবর, স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্ট ওরফে ‘স্পেডেক্স’ অভিযান করা হয় ইসরোর তরফ থেকে। দুই কৃত্রিম উপগ্রহ চেসার এসএক্স-০১ ও টার্গেট এসডিএক্স-০২ নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দেয় পিএসএলভি সি-৬০ রকেট। সোমবার রাত ১০টায় অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সফলও হয় এই উৎক্ষেপণ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, যখন মহাকাশে থাকা একাধিক বস্তুকে কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একত্রিত করার প্রয়োজন হয় তখন ডকিং নামে এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। মহাকাশে মহাকাশচারীদের ভ্রমণে ডকিংয়ের প্রয়োজন হয়। আর ‘ডকিং’ হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দু’টো স্পেস অবজেক্ট একত্রিত হয় এবং সংযুক্ত করা হয়। এতে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করে সম্পন্ন হতে পারে। যেমন সস্ট্র মেকানিজম, হার্ড মেকানিজম। এছাড়াও মানব স্থানান্তরের জন্য প্রেসারাইজড কম্পার্টমেন্টের ব্যবহার করা যায়। আর দুটি মহাকাশযানের মধ্যে ডকিং সম্পন্ন হলে মহাকাশচারীরা স্পেস স্টেশনে প্রবেশ করতে পারেন। এবার এই ডকিং প্রযুক্তিই খতিয়ে দেখবে এই দুই কৃত্রিম উপগ্রহ। এরফলে ভারতের স্পেস স্টেশন গড়ার স্বপ্নে দেশকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বা



ইসরো। মহাকাশে ডকিং সংক্রান্ত গবেষণাই এই দুই কৃত্রিম উপগ্রহের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কক্ষপথে চেসার ও টার্গেট ২৮ হাজার কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে প্রদক্ষিণ করবে। তবে ডকিংয়ের আগে তাদের গতিবেগে ০.০৩৬ কিমি প্রতি ঘণ্টায় নামিয়ে আনতে হবে। একই কক্ষপথে দুটি দ্রুতগতির মহাকাশযানকে যুক্ত করার প্রক্রিয়াই হল স্পেস ডকিং। বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ ও মহাকাশচারীদের স্থানান্তরের জন্য এই ডকিং সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ। এই সংক্রান্ত গবেষণা সফল হলে স্পেস স্টেশন নির্মাণে বড় সাফল্য পাবে ভারত। এর থেকে স্পষ্ট যে, ভারতের মহাকাশ গবেষণায় তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক এই স্পেডেক্স মিশন। স্পেস ডকিং প্রযুক্তি খতিয়ে দেখবে এই দুই উপগ্রহ। আগামিদিনে মহাকাশ বিমান, চাঁদ অবতরণ ও ফিরে আসার অভিযানের ক্ষেত্রে তা কাজে দেবে বলে জানিয়েছে ইসরো। শুধু তাই নয়, সর্বোপরি মহাকাশে ভারতের প্রস্তাবিত স্পেস স্টেশন তৈরি করার ক্ষেত্রেও উপযোগী হবে এই দুই উপগ্রহের গবেষণা। দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ চেসার (এসএক্স-০১) ও

টার্গেট (এসডি-০২) প্রাথমিকভাবে একে অপরের থেকে ৫ কিমি দূরত্বে অবস্থান করবে। তারপর আগামী ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে ওই দুই কৃত্রিম উপগ্রহকে কাছাকাছি আনার প্রয়াস চালাবেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। পৃথিবী থেকে ৪৭০ কিমি উপরে মহাকাশে অক্ষাংশে তাদের অবস্থান হবে। জানা গিয়েছে, প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটিতে রয়েছে উচ্চ রেজোলিউশন সম্পন্ন ক্যামেরা ও দ্বিতীয় উপগ্রহে রেডিয়েশন মনিটর ও প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানের ও উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি তোলার ব্যবস্থা থাকবে। স্পেডেক্স মিশনে ২৪টি গৌণ পেলোড -ও বহন করে নিয়ে যাবে পিএসএলভি সি-৬০ রকেট। এরমধ্যে ১৪টি পেলোড ইসরোর নিজের ও বাকি ১০টি বিভিন্ন শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বলে জানা গিয়েছে। রকেট উৎক্ষেপণের ৯০ মিনিটের মধ্যে সেগুলিও মহাকাশে স্থাপন করা হবে।

এই প্রসঙ্গে ইসরো-র চেয়ারম্যান ড. এসপি সোমনাথ জানিয়েছেন, ‘স্পেডেক্স’-এর সাফল্যের উপর অনেকটাই নির্ভর করছে ভারতের আগামী দিনের

একাধিক মহাকাশ পরিকল্পনা। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের বিকাশ এবং আগামী অভিযানের জন্য এই প্রযুক্তি রপ্ত করা প্রয়োজন। তবে এই অভিযান শুরুর আগে বহু চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন হতে হয় বিজ্ঞানীদের। কারণ, পৃথিবীতে মহাকাশের মতো মাধ্যাকর্ষণ শূন্য পরিবেশ নেই। সেই কারণে গ্রাউন্ড স্টেটিং-এর কাজটা ভীষণ কঠিন। এজন্য প্রয়োজন আমাদের উদ্ভাবনী হার্ডওয়্যার এবং রোবোটিক টেস্ট সেটআপ। এই অভিযানের জন্য দেশজ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

ড. সোমনাথ একইসঙ্গে এও ব্যাখ্যা করে জানান, তীব্রগতিতে দুই উপগ্রহকে মহাকাশে কাছাকাছি এনে সংযোগ স্থাপন করা বেশ কঠিন। কারণ, তাদের উচ্চ বেগ সত্ত্বেও, নিরাপদ সংযোগ নিশ্চিত করতে তাদের মধ্যে আপেক্ষিক গতি প্রতি সেকেন্ডে মাত্র সেন্টিমিটার বা মিলিমিটারে হ্রাস করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংঘর্ষ এড়াতে স্যাটেলাইটগুলোর অ্যাপ্রোচ বেগ প্রতি সেকেন্ডে এক সেন্টিমিটারের কম হতে হবে।

এর পাশাপাশি ড. এসপি সোমনাথের সংযোজন, ভারতের মহাকাশ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য ডকিং এবং আনডকিং প্রযুক্তি আয়ত্ত করা অপরিহার্য। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি বলতে রয়েছে চাঁদে পাড়ি দেয়া, চাঁদ থেকে নমুনা সংগ্রহ, ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন বিএএস নির্মাণ ও পরিচালনা করার মতো নানা কাজ। শুধু তাই নয়, ‘স্পেডেক্স মিশন’ ডকিংয়ের চেয়ে আরও বেশি কিছু ক্ষমতা প্রদর্শন করবে। ডকিংয়ের পরে, উপগ্রহগুলি রিমোট সেলিং বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতো স্বতন্ত্র কাজগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য তাদের পৃথক করা যাতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী, ভূ-বিজ্ঞান প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, চলতি বছরে ইসরোর শেষ অভিযান ‘এঁতিহাসিক’, কারণ এর উদ্দেশ্য মহাকাশে দু’টো কৃত্রিম উপগ্রহকে একত্রিত করার জটিল পদ্ধতি রপ্ত করা।

এদিকে মহাকাশ গবেষকেরা এবং প্রযুক্তিবিদরা জানাচ্ছেন, ‘ডকিং’ এবং ‘আনডকিং’ প্রযুক্তি ভারতের মহাকাশ অভিযান সংক্রান্ত ভবিষ্যত পদক্ষেপে সফলতার জন্য যেমন অপরিহার্য, একইভাবে মহাকাশ প্রযুক্তিতে বলীয়ান দেশের তালিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও এই ভারতকে সুবিধা দেবে।

ডেয়ারি টেকনোলজি নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ুন

আজকের দিনে যথোনে মূল্য সংযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হয়েছে, সেখানে ডেয়ারি টেকনোলজি শিক্ষা ও গবেষণা জীবিকা অর্জনের একটি অন্যতম বিষয়রূপে শিক্ষাসমাজে গুরুত্ব লাভ করেছে। আমাদের দেশে প্রাণিজ প্রোটিনের ঘাটতি পূরণের জন্য দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব অপরিসীমা। সঙ্গত কারণেই বর্তমানে ডেয়ারি টেকনোলজি বা দুগ্ধ প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণা ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

ভারতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ডেয়ারি টেকনোলজির শিক্ষা ও গবেষণা প্রথম শুরু হয় ১৯২৩ সালে তদানীন্তন ব্যাঙ্গালোরে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট অফ আনিম্যাল হাজব্যান্ডি অ্যান্ড ডেয়ারিং প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ইন্ডিয়ান ডেয়ারি ডিপ্লোমা (আইডিডি) ছিল ভারতে প্রথম ডেয়ারি টেকনোলজি শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সোপান যা বেঙ্গালুরুর প্রতিষ্ঠানটিতে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শুরু হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট হরিয়ানায় কান্দেল স্থানান্তরিত হয় ভারতীয় দুগ্ধ অনুসন্ধান কেন্দ্র (ইন্ডিয়ান ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট) নামে। ১৯৫৫ সালে ইন্ডিয়ান ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট পুনঃনামাঙ্কিত হয় রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্র (ন্যাশনাল ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট) রূপে। বেঙ্গালুরুর প্রতিষ্ঠানটি এই অনুসন্ধান কেন্দ্রের দক্ষিণী আঞ্চলিক সংস্থা হিসাবে পরিচিত হয়। ১৯৬২ সালে তদানীন্তন বম্বে এবং ১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্রের যথাক্রমে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে কান্দলে রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্রে সর্বপ্রথম ডেয়ারি টেকনোলজিতে বিএসসি কোর্স চালু হয়। একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের হরিণখাটা ও বম্বেতে ডেয়ারি টেকনোলজির ডিপ্লোমা শিক্ষার প্রসারণ ঘটে।

পশ্চিমবঙ্গে ডেয়ারি টেকনোলজির চার বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রথম চালু হয় ১৯৭৭ সালে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাণি চিকিৎসা অনুষদের অধীনে। ১৯৯৫ সালে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাণি ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র অনুষদরূপে ডেয়ারি টেকনোলজির আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং ডেয়ারি টেকনোলজিতে বি টেক পাঠ্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে বি টেকের পাশাপাশি এই অনুষদের অধীনে থাকা ডেয়ারি টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিস্ট্রি এবং মাইক্রো বায়োলজি বিভাগগুলিতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রমও চালু আছে।

এই বিষয়ে কী কী কোর্স রয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণি ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মোহনপুরস্থিত ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদের বর্তমান বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) কোর্সটি ভারত সরকারের কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (জঙ্ঘাঙ্ক্ট) অনুমোদিত একটি চার বছরের পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কোর্স। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ প্রণীত একটি অভিন্ন পাঠ্যক্রমকে মান্যতা দিয়ে এই কোর্সটি পড়ানো হয়। বি টেক ডেয়ারি টেকনোলজি কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্র বা ছাত্রীকে ভারতীয়



নাগরিক হিসাবে ভর্তির বছরের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের নিরিখে ১৭ বছর বয়সী হতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের স্বীকৃত কোনও বোর্ড থেকে ১০ ২ বোর্ড পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, অঙ্ক ও ইংরেজি,সহ ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনপুর ক্যাম্পাসের ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদের অধীন বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) কোর্সটিতে বর্তমানে ৪৯টি আসন রয়েছে, যার ৮০ শতাংশ ভর্তি হয় পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড আয়োজিত প্রবেশিকা পরীক্ষার (WBJEE) মাধ্যমে। বাকি ২০ শতাংশ আসন ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (ICAR) নিয়ন্ত্রিত এবং সেগুলি পূর্ণ হয় সর্বভারতীয় CUET ০০ পরীক্ষার মেধাভালিকার ভিত্তিতে।

নদিয়া জেলার মোহনপুরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদে বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি ডেয়ারি টেকনোলজি, ডেয়ারি ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেয়ারি কেমিস্ট্রি এবং ডেয়ারি মাইক্রোবায়োলজিতে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠনেরও সুবিধা রয়েছে।

এই বিষয়ে কী কী পড়ানো হয়

বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) একটি চার বছরের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম যেটি আটটি সেমেস্টারে বিভক্ত। এতে ডেয়ারি টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইক্রোবায়োলজি, কেমিস্ট্রি এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্টের মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত এবং একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে থিওরি বা তাত্ত্বিক এবং প্র্যাকটিক্যাল বা ব্যবহারিক শিক্ষালাভের পর ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। তাত্ত্বিকা জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমেস্টারে রেডি (READY) কর্মসূচির মাধ্যমে দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণের ওপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চার বছরের মধ্যে সপ্তম সেমেস্টারে ছাত্রছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন সংস্থায় ইনপ্ল্যান্ট ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সম্যকভাবে প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করে।

কতটা উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে

ডেয়ারি টেকনোলজিতে বি টেক করার পর দেশ ও

বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রভূত সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে ভারতে প্রায় ৩০টি ডেয়ারি টেকনোলজি কলেজ রয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকগুলিতেই ডেয়ারি টেকনোলজির স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু আছে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্রের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তি হতে পারেন। গেট (GATE) পরীক্ষার মাধ্যমে বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) পাশ ছাত্রছাত্রীদের আইআইটি, গুলিতে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রুর্যাল ডেভেলপমেন্টের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তির সুযোগ মেলে। এছাড়া ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের সুযোগ রয়েছে কেন্দ্রীয় খাদ্য অনুসন্ধান সংস্থা (CFTRI), র খাদ্য প্রযুক্তিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তি হওয়ার। GRE এবং TOEFL পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডেয়ারি বা খাদ্য প্রযুক্তির স্নাতকোত্তর স্তরে পঠনপাঠনের সুযোগও ডেয়ারি টেকনোলজির স্নাতকরা নিতে পারে।

স্নাতক কোর্সে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ছাত্রছাত্রীরা আর্থলী হলে স্নাতকোত্তর বা গবেষণায় যেতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমগুলিতে ভর্তি হতে পারে।

কর্মসংস্থানের কী কী সুযোগ রয়েছে

বর্তমানে দেশের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে প্রভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। এর সঙ্গে সামুজ্য রেখে ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সাধারণভাবে বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি হলেও বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থায় ডেয়ারি টেকনোলজিস্ট নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন দুগ্ধ সমবায় কেন্দ্র, কেন্বেন্টার, আইটিসি, রেডকাউ ডেয়ারির মতো বেসরকারি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সংস্থায় ডেয়ারি টেকনোলজিস্ট নিযুক্ত হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে ভিনরাজ্যের সমবায়, বেসরকারি দুগ্ধ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সংস্থায়, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও। বর্তমানে ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদের স্নাতকরা ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে এই সমস্ত সংস্থায় কাজের সুযোগ পেয়ে থাকে। ভারতের বৃহত্তম দুগ্ধ

সমবায় সংস্থা আমুল উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের নিযুক্ত করে থাকে।

স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি করা থাকলে ডেয়ারি টেকনোলজির ছাত্রছাত্রীরা নেট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ডেয়ারি টেকনোলজি কলেজ ও গবেষণা সংস্থায় সহকারি অধ্যাপক, গবেষক বা বিজ্ঞানী হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন।

একজন ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতক কর্মজীবনের শুরুতে সংস্থাভেদে মাসে ৩০, ৬০ হাজার টাকা আয় করতে পারেন। অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের পর সহকারি অধ্যাপক বা গবেষকদের প্রারম্ভিক মাসিক আয় ৬০, ৭০ হাজার টাকা হয়ে থাকে।

ভবিষ্যতে চাহিদা নিয়ে রূপরেখা

বর্তমান সময়ে প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং মূল্যযুক্ত দুগ্ধজাত দ্রব্যের বাজার যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে বলা যায় যে ভবিষ্যতেও ডেয়ারি টেকনোলজির স্নাতকদের কর্মসংস্থানের অভাব হবে না। দুধ একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য এবং এর বাজার সর্বদাই প্রসারণশীল। মৌলিক পঠনপাঠনের পাশাপাশি হাতেকলমে সমাক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলে ডেয়ারি টেকনোলজি শিক্ষা আগামিদিনে স্বচ্ছল জীবনযাপনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। এতে প্রশিক্ষিত ডেয়ারি প্রযুক্তিবিদদের চাহিদা শিল্পক্ষেত্রে ক্রমাঘ্যয়ে বৃদ্ধি পাবে।

এই বিষয়ে দরকারি কিছু ওয়েবসাইট

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ

(https://icar.org.in)

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণি ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

(https://wbuasfcl.ac.in)

রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্র

(https://ndri.res.in)

কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রযুক্তি অনুসন্ধান কেন্দ্রীয়

(https://cftri.res.in)

হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট

কোন যোগ্যতায়, কীভাবে আপনি

পেশার সঙ্গে

যুক্ত হবেন



হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট তথা হাসপাতাল পরিচালন ব্যবস্থা স্বাস্থ্য পরিবেশায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যার মধ্যে রোগীর সুস্থতা থেকে সুরক্ষা, আর্থিক বিষয়, সহ হাসপাতালের সব ধরনের কার্যবলি ও তদারকি এর অন্তর্ভুক্ত। হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে বিবিএ ডিগ্রির চাহিদা ছাত্রছাত্রীদের কাছে ক্রমেই বাড়ছে। কর্পোরেট জগতের আকর্ষণীয় বেতন বরাবরই ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের পছন্দ। পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের অন্যান্য রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি করার সুযোগ রয়েছে। এবার আসা যাক হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি করতে গেলে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন। কোনও ছাত্রছাত্রী যে কোনও বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারে। জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) অনুযায়ী হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করার জন্য চার বছর সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলির উপর থিওরেটিক্যাল এবং হসপিটাল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হয়। গ্রাজুয়েশন সম্পূর্ণ করার পরেই এই কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সামনে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, নার্সিংহোমে, বিমা সংস্থা, এনর্জিও এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থায় চাকরির সুযোগ থাকে। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষা সংস্থাতেই নিয়মিত ক্যাম্পাসিংয়ের ব্যবস্থা থাকে। এই ক্যাম্পাসিংয়ে বিভিন্ন মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা অংশগ্রহণ করে এবং তাদের প্রয়োজন অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের বেছে নেয়। হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোর্সটি পড়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সেমেস্টরে একাধিকবার সরকারি এবং বেসরকারি মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ট্রেনিংয়ের সুযোগ দেওয়া হয়, যা ছাত্রছাত্রীদের হাসপাতাল পরিচালনায় দক্ষ করে তোলে। পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীরা সরকারি অথবা বেসরকারি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ, যেমন, ওপিডি, রিসেপশন, পাবলিক রিলেশন, বিলিং, মার্কেটিংয়ে কাজের সুযোগ পায়। এছাড়াও এই কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট (নন, মেডিক্যাল) পদে, ব্লাডব্যাঙ্ক এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারে।

গ্রাজুয়েশন সম্পূর্ণ করার পর বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী চাকরির পথ বেছে নিলেও অনেকে আবার উচ্চশিক্ষার পাঠ নেয়। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর (এমএইচএ) অথবা অন্যান্য বিষয়ে ম্যানেজমেন্ট কোর্স (এমবিএ)-র পথ বেছে নিতে পারে। স্নাতকোত্তর স্তরে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে সম্পর্কিত অত্যাধুনিক বিষয়গুলি নিয়ে পড়ানো হয় এবং নির্দিষ্ট কোনও অধ্যাপকের অধীনে বিশেষ কোনও বিষয়ের ওপর ডেজারটেশন জমা করতে হয়। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সংস্থায় সরাসরি ইন্টার্নশিপের সুযোগ পায়, যা তাদের হাসপাতাল পরিচালনায় দক্ষ করে তোলে এবং চাকরির ক্ষেত্রে প্রসারিত করে।

হসপিটাল ম্যানেজারদের অবশ্যই নিজেদের ভূমিকায় সফল হতে ভিন্ন প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। এই দক্ষতাগুলির মধ্যে রয়েছে নেতৃত্ব ও পরিচালনার দক্ষতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা, কৌশলগত পরিকল্পনা, বিমা সংক্রান্ত বিষয়, রোগীর উন্নতমানের পরিষেবা এবং নিরাপত্তার দিকটি নিশ্চিত করা, অভিযোগ নিষ্পত্তি, স্বাস্থ্যসেবা বিধি এবং নীতি সম্পর্কে স্চ্ছ ধারণা থাকা এবং সর্বোপরি হসপিটালের সিস্টেম পরিচালনার দক্ষতা। এছাড়াও রোগী ও তার পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলাও হসপিটাল ম্যানেজারদের কাজের মধ্যেই পড়ে।

বর্তমানে হসপিটাল ম্যানেজারদের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নতুন দক্ষতা এবং তার বিকাশে নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক এই দক্ষতাগুলির মধ্যে ডেটা বিশ্লেষণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ (রোবটিক সার্জারি), উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত অত্যাধুনিক জ্ঞান অর্জন অন্তর্ভুক্ত।

হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার পর ছাত্রছাত্রীরা স্বল্প পরিসরে নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবসার চেষ্টা করতে পারে। এক্ষেত্রে মেডিক্যাল ট্রািরজর, টেলিমেডিসিন, এনর্জিও, হেল্থ ক্যেকয়ার কনসালটেন্সি প্ল্যানিং এবং হসপিটাল প্ল্যানিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় কেরিয়ার গড়ে তোলার সুযোগ থাকে।

অন্যদিকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করার পর ছাত্রছাত্রীরা ইউজিসি পরিচালিত ‘নেট’ বা ‘সেট’ প্রভৃতি পরীক্ষার মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে গবেষণার সুযোগ পেতে পারে। নেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা গবেষণা চলার সময় ফেলোশিপ পায়। এছাড়াও নেট বা সেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে চাকরির জন্য আবেদন জানাতে পারে।

হসপিটাল ম্যানেজমেন্টকে পুঁথিগত ভাষায় হাসপাতাল পরিচালন ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে। শুধুমাত্র কোনও হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিমা প্রতিষ্ঠান বা স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলিতে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ গুরুত্ব পায়। এই সকল সংস্থায় কর্মীদের কার্য পরিচালনা, পরিষেবার উন্নতি, কর্মী প্রশিক্ষণ, রোগী ও তার পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হল হসপিটাল ম্যানেজারদের অন্যতম দায়িত্ব।

বর্তমানে মানুষজন অনেকটাই স্বাস্থ্য সচেতন। তাই সাধারণ হেল্থ চেকআপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য মানুষ এখন সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। এই সকল স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি করা সুদক্ষ ছাত্রছাত্রীরা। তাই হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোর্সের চাহিদা এখন উর্ধ্বমুখী এবং এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করার পর ছাত্রছাত্রীদের সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে রয়েছে।

